বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>319 >>17 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১৯ >> << ১৭ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

‘এক দেশ এক ভোট’ ভারতের ওপর হামলা : রাহুল গান্ধী

নয়া দিল্লি : ভারতে একযোগে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ‘এক দেশ, এক ভোট’ নামের এই পরিকল্পনা পুরো ভারতের ওপর হামলা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) আজ রোববার রাহুল গান্ধী লেখেন, ‘ভারত হচ্ছে এর রাজ্যগুলোর একটি সংঘ। এক দেশ, এক ভোট পরিকল্পনা ভারত ও এর রাজ্যগুলোর ওপর একটি হামলা।’

ভারতে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন আয়োজনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি করেছে দেশটির সরকার। কমিটির নেতৃত্ব দেবেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। একযোগে লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং এ নিয়ে নিজেদের সুপারিশ জানাতে গতকাল শনিবার আট সদস্যের ওই কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বিষয়টি নিয়ে কাজ করার পর এ পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট কী কী সংশোধন আনতে হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ দেবে কমিটি। এ ছাড়া জনপ্রতিনিধিত্ব আইনসহ অন্যান্য আইনে কী পরিবর্তন আনার দরকার পড়তে পারে, সে বিষয়টিও জানাবে। এদিকে উচ্চপর্যায়ের ওই কমিটিতে থাকার প্রস্তাব এরই মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পাশাপাশি রাজ্যসভায় বিরোধীদলীয় নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কমিটিতে না রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। খাড়গের বদলে সাবেক বিরোধীদলীয় নেতা গুলাম নবী আজাদকে কমিটিতে রেখেছে সরকার। এক দেশ, এক ভোট নীতি মোটেও নতুন নয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের ভোট ওই নীতি মেনেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ওই নীতিতেই লোকসভা ও বিধানসভা ভোট হয়ে এসেছে। কিন্তু রাজনীতি যত জটিল হয়েছে, দলের সংখ্যা বেড়েছে। দল ও সরকার ভাঙাগড়ার প্রবণতা যত বেড়েছে, একদলীয় শাসনের জায়গা নিয়েছে বহুদলীয় জোট সরকার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ততই নড়বড়ে হয়েছে। জটিলতাও বেড়েছে। এ অবস্থায় নীতিগতভাবে এক দেশ, এক ভোট বাঞ্ছনীয় হলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

মঙ্গোলিয়ায় পোপ সম্ভবত ক্যাথোলিক চার্চের লক্ষ্য নিয়ে চীনকে বার্তা দিলেন

বেইজিংঃ পোপ ফ্রান্সিস এখন মঙ্গোলিয়া সফর করছেন। শনিবার পোপ ফ্রান্সিস বলেন, ক্যাথোলিক চার্চের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং এ কারণে কোনো দেশের সরকারের উচিৎ নয় একে ভয় পাওয়া। ধারণা করা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ চীনের উদ্দেশ্যে তিনি এই কথা বলেছেন। ফ্রান্সিস(৮৬)মঙ্গোলিয়ায় এই মন্তব্যগুলো করেন।দেশটিতে মাত্র ১ হাজার ৪৫০ জন ক্যাথোলিক আছেন। এখানকার একটি ক্ষুদ্র গির্জার সঙ্গে সরকারের বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে।আর, সরকার এই গির্জার সমাজসেবা, স্বাস্থ্যসেবা ও দাতব্য কার্যক্রমের প্রশংসা করে। মঙ্গোলিয়ায় প্রথম কার্যদিবসে, দেশটির সরকার পোপকে বিভিন্ন প্রথাগত আয়োজনের মাধ্যমে সম্মান জানিয়েছে।এর মধ্যে আছে, প্রাচীন মঙ্গোল যোদ্ধাদের পোশাক পরিহিত ঘোড়সওয়ারদের শোভাযাত্রা। বিশপ,যাজক, মিশনারি ও প্যাস্টোরাল কর্মীদের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, যিশু তার অনুসারীদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে বলেননি, বরং ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আহত মানবতার দুর্ভোগ কমাতে বলেছেন। তিনি বলেন, এ কারণে, সরকার ও অসাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলোর চার্চের ধর্মপ্রচারের বিষয়টি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চার্চের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই, বরং এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ক্ষমা ও সত্যের বার্তা নিয়ে টিকে রয়েছে।চার্চ সবার মঙ্গলকামনায় নিবেদিত। বেইজিং ধর্মের ক্ষেত্রে চীনাকরণ (সিনিসাইজেশন) নীতি অবলম্বন করছে এবং এর মাধ্যমে বিদেশী প্রভাব সমূলে উৎপাটন করে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ২০১৮ সালে বিশপ নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে ভ্যাটিকান ও চীনের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হলেও, তা নিয়ে টানাপড়েন অব্যাহত রয়েছে।ভ্যাটিকান অভিযোগ করেছে, বেইজিং এই চুক্তি একাধিকবার লঙ্ঘন করেছে। পোপ ফ্রান্সিস, সেইন্ট পিটার অ্যান্ড পল ক্যাথেড্রালে বক্তব্য দেন।ছোট এই গির্জাটি মঙ্গোলিয়ার প্রথাগত ‘গের’-এর আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। গের হলো সেই গোল তাঁবু যে ঘরগুলোতে যাযাবররা বসবাস করতেন।এতে ভার্জিন মেরির একটি মূর্তি রাখা আছে যেটি ১০ বছর আগে আবর্জনার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বাসন প্রকল্পে আবেদনকারী ৮ লাখ ৪০ হাজার আফগান এখনো আফগানিস্তানে অপেক্ষমান

নিউ ইয়র্ক : একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত উদ্যোগে সহায়তা করেছেন এমন মানুষদের জন্য চালু করা একটি পুনর্বাসন প্রকল্পে আবেদনকারী ৮ লাখ ৪০ হাজার আফগান নাগরিক এখনো আফগানিস্তানে অপেক্ষমান। দুই দশকের বেশি সময়ের সংঘাতে, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সহায়তার লক্ষ্যে চালু হওয়া উদ্যোগটির নানা সমস্যার কথা উঠে এসেছে এই প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মহাপরিদর্শক বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে, আফগানদের জন্য বিশেষ অভিবাসী ভিসা দেয়ার প্রক্রিয়া উন্নয়নে তার অধিদপ্তর কী ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। দুই বছর পার হয়ে গেছে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তালিবান আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এত দিন পরও সমস্যাগুলো দূর হয়নি। বড় আকারের ঝুঁকি নিয়ে, আমেরিকানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেসব আফগান নাগরিক কাজ করেছেন, তাদের সহায়তা করতে, ২০০৯ সালে এই ভিসা প্রকল্প চালু করা হয়। ইরাকীদের জন্যেও একই ধরনের প্রকল্প রয়েছে। উভয় প্রকল্পই, ভিসা দেয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির বলে সমালোচিত হয়েছে। এই ধীরগতির প্রক্রিয়ার কারণে, আবেদনকারীরা এক ধরনের বিপদ জনক অচলাবস্থার শিকার হন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রাক্কলন অনুযায়ী, এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত, এই বিশেষ ভিসা প্রকল্পে আবেদনকারী ৮ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি আফগান নাগরিক ও তাদের পরিবারের সদস্য এখনো আফগানিস্তানে অবস্থান করছেন। আবেদন করলেই তা গ্রহণ করা হয় না। পররাষ্ট্র মন্ত্রক উল্লেখ করেছে, আবেদন যাচাইবাছাইয়ের সময় দেখা যায়, ৫০ শতাংশের বেশি আবেদনকারী এই প্রকল্পে অংশ নেয়ার জন্য যোগ্য নন। যাচাইবাছাই পক্রিয়ার শুরুতেই তারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, পররাষ্ট্র দপ্তর আবেদনপত্র নিয়ে কাজ করার জন্য বাড়তি কর্মী নিয়োগ দিয়েছে। তারা, আবেদনকারীদের কাজ সংক্রান্ত দাবি যাচাইয়ের জন্য পেন্টাগনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে এবং আবেদনের কিছু ধাপ বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এর পরও, এ বিষয়ে আরো পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ বারবার খালি হচ্ছে এবং কেউ বেশিদিন এ পদে থিতু হতে পারছেন না।

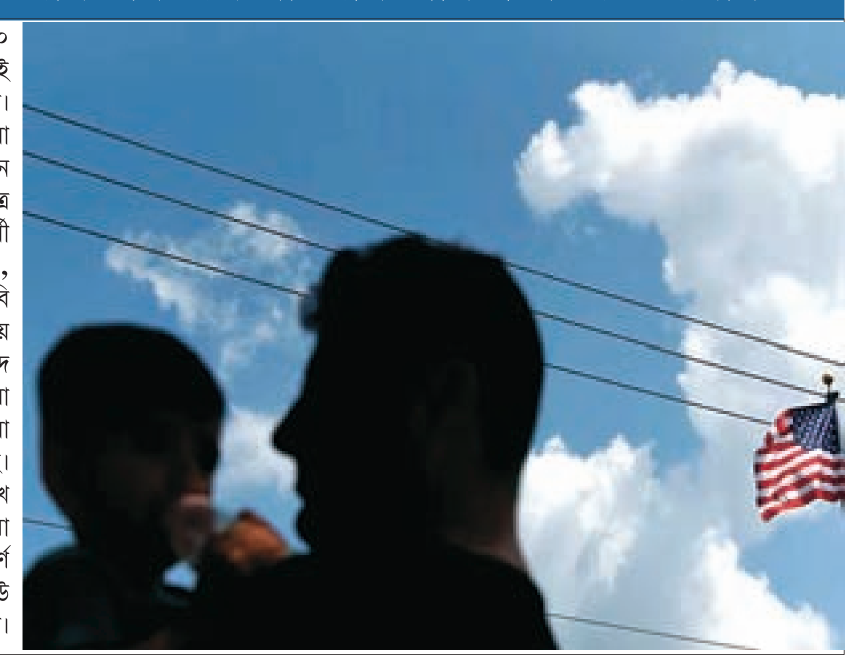

আহ্বান ‘বাসুধৈব কুটুম্বকম’র ডাকে সাড়া শীর্ষক অনুষ্ঠান

পরিবেশগত দুটি বড় উদ্যোগের ঘোষণা

নয়াদিল্লি : ‘বাসুধৈব কুটুম্বকম’ বা সমগ্র বিশ্ব এক পরিবারের ডাকে সাড়া দিয়ে দুটি বড় ধরনের পরিবেশগত উদ্যোগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠান থেকে উদ্যোগ দুটির ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি বালিপাড়া ফাউন্ডেশন, কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল, প্লাকডটটিভি ও স্টুডিও সিলভারব্যাকের অংশীদারত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

উদ্যোগ দুটি হলো ‘দ্য গ্রেট পিপলস ফরেস্ট অব দ্য ইস্টার্ন হিমালয়’ ও ‘প্ল্যানেট ইন্ডিয়া’। উদ্যোক্তারা বলছেন, ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’-এই ডাকে সাড়া দিয়ে উদ্যোগ দুটি নেওয়া হয়েছে।

ভারত এখন জি২০ জোটের সভাপতির দায়িত্বে আছে। ৯ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই জোটের শীর্ষ সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার ও এক ভবিষ্যৎ’।

উদ্যোক্তারা বলছেন, জি২০ জোটে ভারতের সভাপতিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই পরিবেশগত উদ্যোগ দুটি নেওয়া হয়েছে।

‘দ্য গ্রেট পিপলস ফরেস্ট অব দ্য ইস্টার্ন হিমালয়’ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সংরক্ষণসংক্রান্ত প্রচেষ্টার একটি। এটি ভারতের আসামের পরিবেশবাদী সংগঠন বালিপাড়া ফাউন্ডেশন ও কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনালের নেতৃত্বাধীন একটি অংশীদারত্বমূলক যুগান্তকারী উদ্যোগ।

উদ্যোগটির আওতায় বাংলাদেশ, উত্তরপূর্ব ভারত, নেপাল ও ভুটানকে কেন্দ্র করে পরিবেশসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। স্থানীয় জীবনজীবিকাসহ পৃথিবীর জন্য বন রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

‘প্ল্যানেট ইন্ডিয়া’ হলো ভিজ্যুয়াল গল্প বলার প্রচারাভিযান। জলবায়ু ও প্রকৃতির সংকট নিয়ে ভারতীয় সমাধান নিয়ে তারা প্রচারাভিযানমূলক কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে জি২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত, ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব লীনা নন্দন, বালিপাড়া ফাউন্ডেশনের সিইও সৌরভ মালহোত্রা প্রমুখ প্যানেল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইরাকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৬ জন বেশিরভাগই ইরানী পূণ্যার্থী

তেহরান : ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উত্তর পাশে, রাতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই ইরানী পূণ্যার্থী। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ মাধ্যম আইএনএ শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে।সালাহেদ্দিন প্রদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক খালেদ বুরহানের বরাত দিয়ে আইএনএ জানিয়েছে, দুজাইল ও সামারার মধ্যে সংঘটিত এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আরো ১৩ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনা পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি খালেদ বুরহান। তবে বলেছেন, নিহতদের বেশিরভাগই ইরান থেকে আসা শিয়া মুসলিম পূণ্যার্থী। প্রতি বছর লাখ লাখ শিয়া পূণ্যার্থী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরবাইনএ যোগ দিতে পবিত্র শহর কারবালায় আসেন। পূণ্যার্থীদের বেশিরভাগ আসেন ইরান থেকে। আরবাইন পালিত হয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নাতি ও শিয়া ইসলামের অন্যতম প্রবর্তক ইমাম হোসেন স্মরণে পালিত ৪০ দিনের শোকের শেষ দিনে। ইমাম হোসেন, ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত হন। ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শুক্রবার জানিয়েছে, এ বছর আরবাইন পালন শুরুর পর থেকে আকাশ ও সড়কপথে ইরাকের সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় ২৬ লাখ পূণ্যার্থী দেশটিতে প্রবেশ করেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 65387.16 +555.75
NIFTY : 19435.30 +181.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .31 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চাপ সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করে নির্বাচন দেবেন না গ্যাবনের অভ্যুত্থানের নেতা

গ্যাবন (এজেন্সী) : গ্যাবনের সামরিক জান্তার ওপর বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে চাপ বাড়ছে।এমন প্রেক্ষাপটে, প্রেসিডেন্ট আলি বঙ্গোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পরিচালিত অভ্যুত্থানের নেতা শুক্রবার বলেছেন, তিনি আগের ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে, তাড়াহুড়ো করে এমন কোনো নির্বাচনের আয়োজন করতে চান না। বঙ্গো টানা তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন বুধবার এমন ঘোষণা আসার কয়েক মিনিট পর, জেনারেল ব্রিস ওলিগুই এনগুইমার নেতৃত্বে সামরিক কর্মকর্তারা ক্ষমতা দখল করে নেন।কর্মকর্তারা বঙ্গোকে নিজ বাসভবনে আটক করে রাখেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এনগুইমার নাম ঘোষণা করেন।এর মধ্য দিয়ে, বঙ্গো পরিবারের ৫৬ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এনগুইমা শুক্রবার সন্ধ্যায় টেলিভিশনে দেয়া বক্তৃতায় বলেন, জান্তা শিগগির এবং নিশ্চিতভাবে নির্বাচন আয়োজনের দিকে এগিয়ে যাবে। তবে, তারা এমন নির্বাচন এড়াতে চায় যাতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং আগের মানুষগুলোই যাতে আবারো শাসকের ভূমিকায় আসতে না পারে। তিনি বলেন, যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের অর্থ এই নয় যে একটা সাময়িক নির্বাচনের আয়োজন করা হবে যেখানে আমরা আবারো একই ভুল করবো। মধ্য আফ্রিকার আঞ্চলিক ব্লক ইকোয়াস, গ্যাবনে দ্রুত সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায়, জাতিসংঘ ও আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতৃত্ব সহায়তার জনন্য, অন্যান্য অংশীদারদের অনুরোধ করেছে। বৃহস্পতিবার এক বিশেষ বৈঠক শেষে দেয়া বিবৃতিতে সংগঠনটি এ কথা জানায়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সোমবার আবার বৈঠকে বসবে ইকোয়াস জোটের প্রতিনিধিরা। গ্যাবনের প্রধান বিরোধী গ্রুপ হলো অলটারন্যান্স২০২৩। তারা বলছে, গত শনিবারের নির্বাচনের যথার্থ বিজয়ী তারা।শুক্রবার, বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে জান্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে রাজনৈতিক গ্রুপ অলটারন্যান্স২০২৩। অলটারন্যান্স২০২৩ এর নেতা আলবার্ট ওনদা ওসা’র মুখপাত্র আলেকজান্দ্রা পাঙ্ঘা বিবিসিকে বলেন, আমরা আনন্দিত যে আলি বঙ্গোকে উৎখাত করা হয়েছে তবে আমরা আশা করি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই প্রজাতন্ত্রের প্রতি, গ্যাবনের গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার প্রতি সমর্থন জানাবে। আর, সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে বলবে। তিনি বলেন, জান্তা এনগুইমাকে সোমবার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অভিষিক্ত করার যে পরিকল্পনা করছে, তা অযৌক্তিক। হোয়াইট হাউজ শুক্রবার বলেছে, তারা গ্যাবন ও নিজারের পরিস্থিতির জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কূটনীতিক সমাধান খুঁজছে। উল্লেখ্য, নিজারেও ২৬ জুলাই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমকে উৎখাত করা হয়েছে।

বিজেপির কোচবিহার জেলা যুব মোর্চার সহসভাপতির বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নং ওয়ার্ড বাবুপাড়া এলাকায় বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে বোম উদ্ধার কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আজ সকালে বিজেপির কোচবিহার জেলা যুব মোর্চার সহসভাপতি প্রসেনজিৎ বসাকের বাড়ির সামনে থেকে ওই তাজা বোম টি উদ্ধার হয়। বিজেপির অভিযোগ গতকাল রাতে বোম ছুড়ে মারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বৃষ্টির কারণে সেই বোম ফাটেনি। আজ সকালে সেই বোম উদ্ধার হয়। প্রসেনজিৎ বসাকের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার বাড়ির সামনে তাজা বোমা রেখে যায় আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি রাস্তায় বেরোনোর সময় দেখতে পারেন গেটের সামনে তাজা বোমাটি পড়ে রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ সেখান থেকে তাজা বামাটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অপরদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তুফানগঞ্জ শহর ব্লক এর তৃণমূল যুব সভাপতি তনু সেন বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বিজেপি। বিজেপির যুব মোর্চা সহসভাপতির গ্রহণযোগ্যতা দলের মধ্যে অনেকটাই কমে গিয়েছে তাই নিজের বাড়ির সামনে নিজে বোম রেখে প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করছে।

২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে NJP থেকে কর্মীরা চলে যাচ্ছেন

শিলিগুড়ি ঃ ২৬এ পা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। আগামী ২৮শে অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর তাকেই হাতিয়ার করে কলকাতায় এক সমাবেশের আযয়োজন করা হয়েছে। সেই সমাবেশে যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র যুবরা রওনা দিতে শুরু করেছেন। দার্জিলিং জেলা সমতলেও ব্যতিক্রম হয়নি। সমতলের তৃণমূল ছাত্র যুবরা রওনা দিয়েছেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। কলকাতা গামী ট্রেন ধরতে রবিবার সকাল সকালই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে হাজির হন হাজার হাজার ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। আজ তাদের ট্রেন ধরার আগে শিলিগুড়ি টাউন ব্লক 3 INTTUCর পক্ষ থেকে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সমাবেশ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের অন্দরে। ছাত্রদের ট্রেন ধরতে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি নিজে তদারকি করেন সবটা এবং ছাত্র যুবরা ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এরাই আমাদের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের ওপর সবথেকে বেশি ভরসা করেন, তারা হলেন এই ছাত্রযুবমহিলা। সেই মতো করে এবারেও দার্জিলিং জেলা সমতল থেকে অসংখ্য ছাত্র যুবরা নিজেদের উদ্যোগে উৎসাহের সাথে আজকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। তাদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে আজ স্টেশনে হাজির হয়েছেন তিনি। কলকাতার সমাবেশ প্রসঙ্গে পাপিয়া বলেন, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেম নিয়ে তারা এগিয়ে চলুক। এবং শিক্ষার প্রযুক্তি ঘটাক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই যে প্রতিষ্ঠা দিবস, তা প্রতিবছরই রেকর্ড সংখ্যায় ছাপিয়ে যায়। আশা করা হচ্ছে, এবারেও তার অন্যথা হবে না। উপরন্তু জন প্লাবনে পরিণত হবে।

দেশ ব্যাপী প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মান কি বাত অনুষ্ঠান এ ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তাপসী রায়

জলপাইগুড়ি। দেশ ব্যাপী প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মান কি বাত অনুষ্ঠান। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তাপসী রায়ের প্রচারে ধুপগুড়িতে বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট রথীন্দ্রনাথ বোস ঘোষণা করে দিয়েছেন আজ রবিবার ২৭ জুলাই দেশের বিভিন্ন কোনায় কোনায় মন কি বাত সম্প্রচার করা হবে। এদিন ধুপগুড়ি সিনেমা হল পাড়ায় জলপাইগুড়ি সংসদ জয়ন্ত কুমার রায় সহ বিভিন্ন পদাধিকারী সহ বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়কদের নিয়ে মন কি বাদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নাবালিকা খুনের ঘটনায় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকা খুনের ঘটনায় এবার মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা। রবিবার নাবালিকার বাড়িতে যান কমিশনের চেয়ারম্যান সুদেষ্ণা রায় ও উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী। নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়ায় সবরকম সহযোগিতার পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গেও দেখা করেন তারা। ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে জানান কমিশনের সদস্যরা। যদিও ওই ঘটনার পর থেকেই নাবালিকার বাড়িতে বিভিন্ন রাজ্যনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের যাওয়ায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ

শ্বশুরকে গুলি জামাইয়ের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দোসরা সেপ্টেম্বর রাতে মল্লারপুর থানার উত্তর মাঝারিপাড়া গ্রামে শ্বশুরকে গুলি করার অভিযোগ উঠে জামাইয়ের বিরুদ্ধে । জখম শ্বশুর মঙ্গল দাস রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।ছুটে যান রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র । পলাতক জামাই অনুপ বায়েন ষাটপলসা গ্রামের বাসিন্দা । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ ।

সাপ ধরতে গিয়ে বিষধর গোখরো সাপের ছোবল খেলেন সমাজসেবী ও পরিবেশ কর্মী অঙ্কুর দাস

জলপাইগুড়ি ঃছোবল খেয়ে পালিয়ে যাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত সাপটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে ছেড়ে দিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি।সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। জানা গেছে শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজ পাড়ার একটি বাড়িতে সাপ উদ্ধারে গিয়ে ছিলেন অঙ্কুর দাস। আঠায় আটকে পড়ে ছিলো গোখরো সাপটি। প্রায় প্রতিদিনের মতো এদিনও দক্ষতার সঙ্গে সাপটিকে ধরে ফেলেন অঙ্কুর।শরীরে আঠা লেগে যাওয়ায় কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ করে প্লাস্টিকের জারে ঢোকাতে গেলে আচমকা আঙুলে ছোবল বসিয়ে দেয় বিষধর গোখরো।সেই অবস্থায় সাপটিকে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন অঙ্কুর।বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।ঘটনায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাক্তার সুস্নাত রায় জানিয়েছেন কিছুক্ষন আগেই তাকে হাসপাতালে ভর্তী করে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

সাত সকালে নদীতে যুবকের মৃতদেহ। চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নামাঞ্জি পাড়া এলাকায়। প্রাক্তণ পঞ্চায়েত বিকাশ রায় জানিয়েছেন, সকালে গ্রামের মানুষ করলা নদীর ধারে গেলে দেখতে পায় জলে ভেসে থাকা এক যুবকের মৃতদেহ। গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পরতেই এলাকার মানুষ ভিড় জমান নদীর পাড়ে। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কন্যাশিশু ছাড়া কন্যাশ্রী সম্ভব নয়, শিশুদের সুরক্ষার জন্য আমি যা করতে পারি তা অবশ্যই করব" রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

শিলিগুড়ি ঃ কন্যা ছাড়া কণ্যাশ্রী সম্ভব নয়, শিশুদের সুরক্ষার জন্য আমার যা যা করনীয় আমি সব করব। রবিবার শিলিগুড়িতে মাটিগাড়ার নাবালিকার খুনের ঘটনায় মৃত্যুতে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন নাবালিকার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে যান। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে খোলাখুলি মন্তব্য করেন তিনি। বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অবনতি সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ শোনা যায় রাজ্যপালের গলায়।

পৌরসভার ট্যাক্স বকেয়া রেখেই চলছে ব্যবসা, দ্রুত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ

কোচবিহার ঃ বছরের পর বছর ধরে ট্রেড লাইসেন্স রেনুয়াল না করেই রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা। বছরের পর বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোচবিহার পৌরসভা। আজ কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ড এবং মিনি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে বেরোলে এমনই ছবি উঠে আসে পৌরপতির সামনে। আজ সকালে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মিনি বাস স্ট্যান্ডের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শনে যান। সেখানে তাদের কাছে চাওয়া হয় ট্রেড লাইসেন্স এবং ট্যাক্স এর কাগজ। দেখা যায় তিন,চার বছর ধরে ট্রেড লাইসেন্স রেনুয়াল না করেই চলছে ব্যবসা। অনেকের বাকি রয়েছে ট্যাক্স। আবার একটি ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে চলছে অনেক ব্যবসা। কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে আজ ব্যবসায়ীদের সমস্ত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে শুরু করে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে পৌরসভার ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে রেনুয়াল করা হয়নি ট্রেড লাইসেন্স। একটি ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে একাধিক দোকান চালানো হচ্ছে।প্রত্যেককে দ্রুত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্যান পালন সপ্তাহ উপলক্ষে ওই চাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ সহ সচেনতা শিবির

মালদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে হবিবপুর ফার্মস প্রডিউসার কোম্পানির সহযোগিতায় উদ্যান পালন সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হলো হবিবপুর ব্লকের আইহো অঞ্চলের বক্সীনগর এলাকায়। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি এদিন হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকের চাষীদের নিয়ে উদ্যান পালন সপ্তাহ পালন করা হয়। হবিবপুর ব্লকের বক্সিনগর এলাকায় হবিবপুর ফার্মস প্রডিউসার কোম্পানির হল ঘরে। এদিন দুপুরে হবিবপুর ও বামনগোলার প্রায় ৬০ জন চাষীদের নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উদ্যান পালন সপ্তাহ উপলক্ষে মূলত চাষিদের বিনামূল্যে উন্নত প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের চারাগাছ দেওয়া হয়, যেমন আম,কাঁঠাল,বেদানা,সফেদা নারকেল,লিচু, গোলমরিচ,সহ বিভিন্ন চারা গাছ ঐ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এই উদ্যান পালন সপ্তাহ উপলক্ষে ওই চাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ সহ সচেনতা শিবির করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই লিখে চলেছেন অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শক মহম্মদ পারভেজ

মালদা ঃ জীবিকা এবং আবেগ দুটোকে সমান ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাটা খুব একটা সহজ নয় । একজন প্রশাসনিক আধিকারিকের কাছে এই কাজটি দুরূহ বলে মনে হয় সাধারণ দৃষ্টিতে। কিন্তু এই কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন করে চলেছেন মানিকচক চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ পারভেজ ।খুব অল্প সময়ে অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শক হিসেবে মোঃ পারভেজের প্রশাসনিক দক্ষতা ছাপ ফেলেছে শিক্ষা মহলে। মালদা জেলায় অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের ঘাটতি থাকায় মানিকচক চক্র বাদেও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বভার নিয়েছন সদর দক্ষিণ চক্রেরও ।কিন্তু প্রশাসক হিসেবে শত কাজের মধ্যে ও তার শিক্ষক সুলভ আচরণ হারিয়ে যায়ন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক যোগ দেওয়ার পূর্বে দীর্ঘ কয়েক বছর শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদের একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। পরে শিক্ষকতার চাকুরি ছেড়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে মানিকচক চক্রে যোগ দেন। দক্ষ প্রশাসক হিসাবে শক্ত হাতে তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে ন। তবে প্রশাসক হিসেবে কাজ সামলেও শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য একের পর এক বই লিখে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শক মোহাম্মদ পারভেজের তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার লেখা তিনটি বই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য। ইতিমধ্যেই প্রাইমারি টেট, ডাব্লু বিসিএস, খাদ্য দপ্তরে সাবইন্সপেক্টর পরীক্ষার্থীদের জন্য লেখা তার বই প্রকাশিত হয়েছে। এখন কাজ চলছে বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পরীক্ষার্থীদের জন্য। মোহাম্মদ পারভেজ এর লেখা বই যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে চাকরির প্রতিযোগিতার বাজারে। শুধু আমাদের রাজ্যে নয় ভিন্ন রাজ্যেও অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট সহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার লেখা বই। খোলা বাজারেও মোঃ পারভেজের লেখা বই দেদার বিকোচ্ছে। তবে কি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বই লেখা, এই প্রশ্নের উত্তরে মোঃ পারভেজ বলেন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকতে বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার বই লেখার একটিমাত্র উদ্দেশ্য যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুবিধা পেয়ে থাকে। একটি নয় দুটি চক্রের দায়িত্ব সামলে কিভাবে বই লেখার সময় পান , সেই প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ পারভেজ জানান, দুটি চক্র সামলে সময় বের করা সত্যিই কঠিন কাজ। তবে আমার প্রচন্ড ইচ্ছা ও জেদ আমাকে সফল করেছে। সারাদিন সময় পায়না। রাতের খাবারের পর বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আমি লেখার কাজ করি। প্রতিদিন অন্তত চার ঘণ্টারও বেশি, লেখালেখির কাজ করতে হয়। মোহাম্মদ পারভেজ আরো বলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমি উপলব্ধি করেছিলাম কিভাবে পড়াশোনা করলে সহজে সফলতা পাওয়া যায়। আমার সেই সব উপলব্ধি ই রয়েছে আমার বইগুলির মধ্যে। পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ পারভেজ জানান, নিয়ম করে রীতিমতো পড়াশোনা ও চর্চা একজন একজন পরীক্ষার্থীকে সফল করবে।

ভানু' এখন কোটিপতি এই ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদার মানিকচকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকার বাসিন্দারা

মালদা ভানু' এখন কোটিপতি এই ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদার মানিকচকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকার বাসিন্দারা।জানা গেছে,ভানু মন্ডল(৩৮)।মাত্র ১২০ টাকার টিকিট কাটেন।তাও পকেটে টাকা না থাকার কারণে টিকিট বিক্রেতার কাছে ধারে টিকিট কাটেন পুরি বিক্রেতা ভানু মন্ডল। দিনে ৩০০ টাকা রোজগার করা ভানু মন্ডল এখন কোটিপতি।মথুরাপুর ডেলি বাজারে মাছের বাজারের মধ্যে ভানুর পরোটা এবং পরীর দোকান রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রায় দশ বছর ধরে পরোটা ও পুরীর দোকান চলিয়ে আসছে ভানু। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা উপার্জন এই সংসার চলে তাঁর।নিয়মিত না হলেও মাঝে মধ্যে টিকিট কাটার অভ্যাস ছিল ভানুর।ভানু মন্ডল জানান,বুধবার সকালে আমাদের এখনকার একজন লটারি বিক্রেতা আমাকে জোর করে টিকিট দিয়ে দেয়। তখন পকেটে টাকা না থাকায় বাকিদের টিকিট কিনি আমি। দুপুর একটা নাগাদ ফুল প্রকাশের উপর জানা যায় আমি ১ কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি।তবে এত টাকা নিয়ে কি করবে সেই প্রশ্নের ভানু মন্ডল জানান, আমার ও আমার স্ত্রীর অনেক স্বপ্ন ছিল।এত দিনে সেই সব স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। তবে এই টাকা দিয়ে প্রথমে আমাদের জন্য সুন্দর একটি বাড়ি বানাব।

দিনহাটার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আস্ত একটি খাবারের দোকান চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য

কোচবিহারঃ দিনহাটার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আস্ত একটি খাবারের দোকান চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছে পৌরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে কাউন্সিলর এবং দিনহাটা থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে প্রতিদিনের মতো সংশ্লিষ্ট এই এলাকায় বিশ্বজিৎ সাহা নামের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী একটি চার চাকা ঠেলা গাড়িতে চাউমিন,মোমো সহ বিভিন্ন খাবার তৈরির দোকান করে আসছেন দীর্ঘ তিন বছর ধরে। নিত্যদিনের মতো রাতে প্লাস্টিক দিয়ে গাড়িটিকে ঢেকে বাড়ি চলে যান। গত কাল একইভাবে প্লাস্টিক দিয়ে দোকানটি মুড়ে রেখে বাড়ি যান। কিন্তু আজ শনিবার সকালে পার্শ্ববর্তী দোকানদাররা দেখেন সেখানে আস্ত দোকানটি নেই। তৎক্ষণাৎ তারা খবর দেন বিশ্বজিৎ বাবুকে। বিশ্বজিৎ বাবু দ্রুত সেখানে এসে দেখেন তার আস্ত দোকানটি সেখানে নেই। খবর দেওয়া হয় দিনহাটা পৌরসভা ও দিনহাটা থানায়। খবর পেয়ে শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ সেখানে পৌঁছায় দিনহাটা পৌরসভার পৌরপতি গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী ও দিনহাটা থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে ওই ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহার সঙ্গে কথা বলেন এবং গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

গ্যাসের পাইপ ফেটে রেস্টুরেন্টে আগুন

জলপাইগুড়ি ঃ এক রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রেস্টুরেন্টের গ্যাসের পাইপ ফেটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো শনিবার। এদিন ময়নাগুড়ি মালবাজার যাওয়ার ৩১ নং জাতীয় সড়কের দারিভিজা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জানা যায়, এদিন দারিভিজা এলাকায় এক রেস্টুরেন্টে খাবার বানানোর সময় গ্যাসের পাইপ ফেটে যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে। তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু তার আগেই রান্নার জন্য বেশ কিছু সামগ্রী এবং ইলেকট্রিকের কিছু সামগ্রিক পুড়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হলেও সময় মতো দমকল কর্মীরা আসায় বড়ো ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে বলে রেস্টুরেন্ট মালিক জানিয়েছেন।

চোপড়ায় আক্রান্ত আদিবাসীদের সাথে দেখা করলেন নওশাদ সিদ্দিকি

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ায় আক্রান্ত আদিবাসীদের সাথে দেখা করলেন নওশাদ সিদ্দিকি। চোপড়ার আমবাড়ি এলাকায় একটি চা বাগানের দখল নিতে গত সোমবার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে তাদের উপর ছররা গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে বাগান মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে। এমনকি তাদের ঘর বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।সংবাদ মাধ্যমে ও স্যোশাল মিডিয়ায় খবর পেয়েই নওশাদ সিদ্দিকি শনিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় আমবাড়ি চা বাগান এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে, শুধুমাত্র আদিবাসীদের কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় না। কোথায় মুখ্যমন্ত্রী? পুলিশকে ব্যবহার করে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার অন্যায় চলছে বলে দাবী করে সড়ব হন তিনি।সেইসঙ্গে শাসক দলকে কটাক্ষ করে তার দাবী, তৃনমুল ১০ হাজার পরিবারের হাতে রাখি পড়াবে। যেটা অনুচিত। আদিবাসীদের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে। আগে এটা সুনিশ্চিত করুক তাহলে রাখি বন্ধন উৎসব ওদের মানাবে।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল গোটা এলাকা। বিধবংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হল তিন টি ঘর

আলিপুরদুয়ার ঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেল গোটা এলাকা। বিধবংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হল তিন টি ঘর।ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন পল্লীতে।খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। আধঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে।দমকল কর্মীদের ততপরতার জন্য গোটা এলাকা বেচে যায়।ঘরে দুটি সিলিন্ডার ছিল।দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন আয়ত্বে আনেন।জানা গেছে অবসর প্রাপ্ত এক কর্মীর স্ত্রী শ্যামলী সরকার এখানে থাকতেন।তাকে দেখভাল করতো প্রতিবেশী সুদীপ সরকার।তার অনুমান ধুপকাঠি কিংবা মোমবাতি থেকে আগুন লেগেছে।পুজোর পর তা নেভানো হয়নি।আগুনে বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।একটি বাইক ও পুড়ে গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী বাগচি।ক্ষতির পরিমান অনেক।তা খতিয়ে দেখছে দমকল।

ফের একবার খুশির আবহ বেঙ্গল সাফারি পার্কে। ৫ বছর বয়সী রিকা প্রথমবার তিন সন্তানের জন্ম দিল

শিলিগুড়ি ঃ ফের একবার খুশির আবহ বেঙ্গল সাফারি পার্কে। ৫ বছর বয়সী রিকা প্রথমবার তিন সন্তানের জন্ম দিল। বেঙ্গল সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, রিকার তিন সন্তান সুস্থ রয়েছে। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলছে। চিকিৎসকরাও নজরদারি চালাচ্ছেন।প্রসঙ্গত, গত মাসেই দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছিল কিকা। জন্মের সময়ই এক সন্তানের মৃত্যু হয়। কিছু দিন বাদে আরও এক সন্তানের মৃত্যু হয়। সেক্ষেত্রে এবার অতি সতর্কতা অবলম্বন করছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

কলকাতায় পাক গুপ্তচর?

কলকাতা ঃ কলকাতায় পাক গুপ্তচর? এক ব্যক্তির গ্রেফতারির ঘটনায় ফের একবার এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২৫ অগাস্ট শুক্রবার ভক্ত বংশী ঝা নামে বছর ৩৬ শের ওই যুবকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের স্কঙ্খক্ষ। ওই ব্যক্তি বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দেশবিরোধী কার্যকলাপে সরাসরি যুক্ত থাকার জন্য ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত দিল্লির এক কুরিয়র সংস্থার কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। দেশের গোপন তথ্য ছবি, ভিডিয়ো ও অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে সে শত্রু দেশের হাতে তুলে দিয়েছে, STF-র প্রাথমিক তদন্ত এমনটাই উঠে এসেছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তি পাকিস্তানের হাতে গোপন তথ্য পাচার করত বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি কী কী তথ্য পাচার করেছেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। Bankshall আদালতে নিয়ে আসা হল জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি কে। আজ পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হবে।

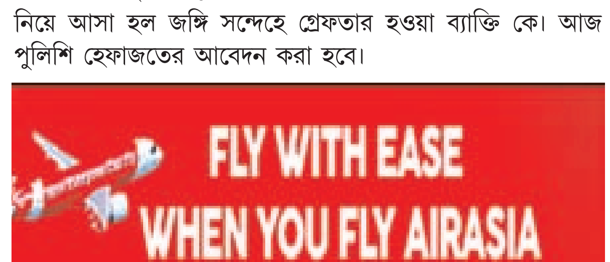

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পেনশনার্সদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোচবিহার শাখায়

কোচবিহারঃ পেনশনার্সদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোচবিহার শাখায়।শনিবার কোচবিহার ব্রাঞ্চের নিজস্ব হল ঘরে এই সভা করা হয়। এদিন প্রায় ১৬১ জন প্রতিনিধি এই বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ ম্যানেজার তথা মিটিং সভাপতি নীলিমা চক্রবর্তী, স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের রিজিওনাল সম্পাদক সুব্রত দাস, কলকাতা সার্কেলের সম্পাদক ও সর্বভারতীয় সম্পাদক দীপক বসু, কলকাতা সার্কেলের সভাপতি অশোক দত্ত, কলকাতা সার্কেলের গভর্নিং বডির সদস্য উৎপল দত্ত, পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েনের শিলিগুড়ি মডিউলের জোনাল সম্পাদক কাজল ঘোষ, পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক তাপস কুমার মৈত্র, সভাপতি শ্যামল কৃষ্ণ বর্মন সহ অন্যান্যরা। ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিনের এই সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।আগামীদিনে ব্যাংক কিভাবে চলবে, সেই বিষয় গুলি তুলে ধরা হয় এদিন।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গতকাল শিলিগুড়ির শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকাতে অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম বিশুজিৎ সরকার ও মনীশ ওরফে ছোটু রাজাক। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাদার টেরিজার ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাদার টেরিজার ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ।শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাদার টেরিজার ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ।শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাদার টেরিজার ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ।শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাদার টেরিজার ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ।

নাবালিকা স্কুল ছাত্রী খুনের ঘটনা ও শহরে আইনশৃঙ্খলার প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল বিজেপির

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে নাবালিকা স্কুল ছাত্রী খুনের ঘটনা ও শহরে আইনশৃঙ্খলার প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করলো বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি।এদিন শিলিগুড়ির মহানন্দা সেতু থেকে মিছিল শুরু হয়ে হাসমি চকে গিয়ে শেষ হয়।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্ত , শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নিরাজ জিম্বা সহ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নেতা কর্মীরা।এদিন স্কুল ছাত্রীর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারকে একহাত নেন সাংসদ।সাংসদ রাজু বিস্ত বলেন, যে ধরনের ঘটনা শিলিগুড়িতে ঘটেছে তা গোটা মানবজাতির কাছে লজ্জা।মৃতার পরিবার এর বিচার চাচ্ছে অন্যদিকে পুলিশ ও সরকার সেই অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাঁচাতেই এই ধরনের নোংরা রাজনীতি তৃণমূল সরকারই করতে পারে বলে জানান তিনি।

প্রবল বৃষ্টির জেরে ধসে গেল কালভার্ট, বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা

শিলিগুড়ি ঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে ধসে গিয়েছে কালভার্ট ও রাস্তার একাংশ।বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা। ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনবাড়ি এলাকার ঘটনা।খবর পেয়েই এলাকা পরিদর্শন করেন ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে কাঞ্চনবাড়ি এলাকার রাস্তার একটি কালভার্টের ও রাস্তা কিছুটা অংশ ধসে গিয়েছে।এই রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করে। এছাড়া বেশ কিছু ইভাস্টি রয়েছে রাস্তায় পাশেযে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।শীঘ্রই রাস্তা মেরামতের দাবী জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।এই বিষয়ে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম জানান, আজ এই এলাকা পরিদর্শন করলাম। কালভার্টের কিছুটা অংশ ধসে গিয়ে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে।রাস্তার একপাশের অংশ আপাতত বন্ধ করে রাখা হচ্ছে।বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো যাতে দ্রুত মেরামত করা যায়।

পাক রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলো শিলিগুড়ির একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

শিলিগুড়ি : পাক রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলো শিলিগুড়ির একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারা শিলিগুড়ি পৌরসভার মেয়র গৌতম দেবের বাড়ি গিয়ে তাকে রাখি পরিয়ে আসেন পাক রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলো শিলিগুড়ির একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারা শিলিগুড়ি পৌরসভার মেয়র গৌতম দেবের বাড়ি গিয়ে তাকে রাখি পরিয়ে আসেন

মাটিগাড়ায় স্কুল ইউনিফর্মে থাকা নাবালিকাকে খুনের ঘটনায় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন

শিলিগুড়ি : মাটিগাড়ায় স্কুল ইউনিফর্মে থাকা নাবালিকাকে খুনের ঘটনায় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শনিবার নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সবরকমভাবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের ৫০ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের ৫০ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহেতেও শহরবাসীর অভিযোগ শুনেন মেয়র গৌতম দেব। জানা যায় এই দিন বেশিরভাগ ফোনের মধ্যে বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে জল জমার সমস্যা তুলে ধরেছিলেন শহরবাসী। মেয়র সমস্ত সমস্যা নথিভুক্ত করে তা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন।

মাটিগাড়ায় ছাত্রী খুনের আঁচ এবার পাহাড়ে

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় ছাত্রী খুনের আঁচ এবার পাহাড়ে। শনিবার ২৪ ঘণ্টা পাহাড় বনধ পাহাড়ে। বিমল গুরুঙের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বনধের ডাক দিয়েছে। গোর্খা সেবা সেনা, অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি এবং বিজেপি এই বনধকে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য নিরপেক্ষ অবস্থান অনীত থাপা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার। পুলিশি তৎপরতা তাদের আস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছে।সকাল থেকে দার্জিলিঙে ভালই বনধের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কার্যত শুনশান পাহাড়। দোকানপাট বন্ধ, বন্ধ স্কুলও। একে প্রবল বৃষ্টি, তাতে বনধ আরও জোরাল। এক কথায় পাহাড়ের জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এদিকে ঘুরতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা।রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে, লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই ইস্যুকে সামনে রেখে পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জল মাপছে। মাটিগাড়ায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, তাতে বাধা দেওয়ায় খুনের অভিযোগের ঘটনায় এখন তপ্ত বাংলার উত্তরপ্রান্ত। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের ৬ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।এর আগে দার্জিলিঙে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক দিনের বনধ ডাকে। দার্জিলিঙ স্তব্ধ ছিল। পুলিশের সঙ্গে সেদিন একাধিক জায়গায় টানাপোড়ন চলে বনধ সমর্থনকারীদের। শিলিগুড়িতেও সব স্কুল বন্ধ ছিল। এবার পাহাড়েও বনধের ডাক দিয়েছে বিমল গুরুঙের মোর্চা, হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ডরা।কিন্তু এসবের ফাঁক পাহাড়ে বিপদে পড়েছেন পর্যটকরা। যাঁরা আগেভাগেই জেনে গিয়েছিলেন, তাঁরা শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যেই নেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা জানতেন না, তাঁরা সকালে সেখানে ফেঁসে গিয়েছেন। বেসরকারি যানবাহন একেবারেই চলছে না। সরকারি বাস হাতেগোনা কয়েকটি চলছে। একে অঝোরে বৃষ্টি, সঙ্গে এই স্তব্ধ পাহাড়, দুয়ের কাঁটায় ঘুরতে গিয়েও ঝামেলায় পর্যটকরা।এক পর্যটক বলেন, ঘুরতে তো এসেছিলাম। তবে আজকের দিনটা বেকার হয়ে গেল। বৃষ্টিতে এমনিতেই বেরনো যাচ্ছে না। আজ তো আর কোনও দোকানও খোলা নেই। ফলে হোটেলেই থেকে যেতে হবে।

তিস্তায় নতুন করে জল ছাড়া হয়েছে ৩২০০.২৪ কিউমেক। লাল সতর্কতা জারি

জলপাইগুড়ি : তিস্তায় নতুন করে জল ছাড়া হয়েছে ৩২০০.২৪ কিউমেক। লাল সতর্কতা জারি। শনিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি জলপাইগুড়ি তে।দোমহনী থেকে বাংলাদেশ বর্ডার তিস্তায় অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা। লাল সতর্কতা মেখলিগঞ্জেও।গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের সব কয়টি জেলাতেই চলছে ভারী বৃষ্টি।জলপাইগুড়ির ফ্লাড ওয়ার্নিং অথরিটি অফিস সূত্রে জানা গেছে। জলঢাকা নদী সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, মেখলিগঞ্জ, এবং দমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অববাহিকায় লাল ও হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে।পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়ছে সমতলের নদী গুলোর ওপর জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন পাহাড়ী ঝোরা গুলোতে হড়পা বানের আসংক্ষা রয়েছে এই কারণে। এর সঙ্গে ওদলাবাড়িতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজ থেকে বাড়তি ৬০২৮.৭৯ কিউমেক জল ছাড়ার কারণে শুক্রবার বিকেলের দিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেচ দফতর সূত্রের খবর।

রাজ্য সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবকের

কোচবিহার ঃ কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়কের গাড়ো পাড়া এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে অটোতে করে দিনহাটা যাওয়ার পথে গারোপাড়া এলাকায় মফিজুল হক নামে ওই যুবক হঠাৎ করেই অটো থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। পিছন থেকে আসা একটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মফিজুল হক নামে ওই যুবকের। রাস্তায় পড়ে যাওয়া ঐ যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আউটলাইন হয়ে যায় সরকারি বাসটি। সেই ঘটনায় বাসের চালক আহত হয়।বর্তমানে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে ওই বাসচালক।

গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কেশ শিল্পীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কেশ শিল্পীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। শনিবার দুপুরে গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র কার্যালয়ে কেশ শিল্পীদের নিয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এদিন মূলত তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির অন্তর্ভুক্ত কেশ শিল্পীরা এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিনের এই আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসির গাজোল ব্লক সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ সহ বিশিষ্ট জনেরা। সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বকর্মা পুজা উপলক্ষে কেশ শিল্পীদের নিয়ে একটি আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কেশ শিল্পীদের আগামীতে তাদের কাজকর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমে মতামত বিনিময় করা হয়।

আমি নিচে ছিলাম ছেলে ব্রিজের উপরে ছিল আমার চোখের সামনেই ব্রিজটা ভেঙে পড়ে গেল ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা

মালদা : আমি নিচে ছিলাম ছেলে ব্রিজের উপরে ছিল আমার চোখের সামনেই ব্রিজটা ভেঙে পড়ে গেল ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা মিজোরামের রেলের নির্মীয়মান ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায় ছেলেকে হারালো বাবা মৃত ছেলের নাম সাইন আক্তার ২২ বছর । বাড়ি পুকুরিয়া থানার চৌদুয়ার এলাকায় । বাবা তোফিজ সেখ জানান গত মাসের ৩৪ তারিখে ছেলেকে নিয়ে মিজোরামে গিয়েছিলাম শাহীন আক্তার বড় ছেলে ছোট ছেলে বাড়িতেই ছিল যখন ঘটনাটি ঘটে তখন আমি নিচে ছিলাম ছেলে উপরে ছিল ব্রিজের উপরে। আমার চোখের সামনেই ব্রিজটা ভেঙে পড়ল। তখন সামনে এসে দেখি ছেলে উপর থেকে নিচে পড়ে গেছে ঘটনাস্থলেই ছেলে মারা গেছে । সেদিনের এই মর্মান্তিক ঘটনার বলতে গিয়ে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা ।মর্মান্তিক ঘটনায় মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার রাতেই মালদায় ফিরেছিল ১৮ জনের মৃতদেহ এদিকে শনিবার সকালে আরো ৪ মৃতদেহ মালদায় ফিরল। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রীতিমতো মৃতদেহ আসার আগেই উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন রাজ্যসভার সাংসদ তথা মাইগ্রেন ওয়ারকার ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম সংসদ মৌসুম বেনজির নূর জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া মালদা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সহ প্রশাসনিক কর্তারা প্রশাসনের তরফ থেকে মৃতদেহ গুলিকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে স্বর্গ রথ করে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কাজের ফাঁকে টিকটক করার সময় মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙেই মৃত্যু হল মালদার শ্রমিক নব চৌধুরীর

মালদা ঃ কাজের ফাঁকে টিকটক করার সময় মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙেই মৃত্যু হল মালদার শ্রমিক নব চৌধুরীর (২৫)। আর মৃত ওই শ্রমিকের মোবাইলে টিকটকের সেই ছবি দেখতে পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা । গত বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরত্বে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয় মালদার ২৩ জন শ্রমিকের। যার মধ্যে নব চৌধুরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত নব চৌধুরীর বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রামে।মৃত যুবকের এক বোন নিশা চৌধুরী জানিয়েছেন, দাদা টিকটক করতে খুবই ভালোবাসতো। ওইদিন সকাল সকাল কাজ করার সময় একটি সিনেমার হিন্দি গানের তালে তাল মিলিয়ে দাদা টিকটক করে আমাকে পাঠিয়েছিল। আর তার খানিকক্ষণের মধ্যেই রেল ব্রিজ দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। মোবাইলে ছবি দেখে আমরা আঁতকে উঠেছি। মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে সব কিছু শেষ হয়ে গেল তা ভাবতেই পারছেন না পরিবারের লোকেরা।এদিকে শুক্রবার রাতে নরহাট্টা গ্রামে নব চৌধুরীর কফিনবন্দি মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।মৃত যুবকের বাবা মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং মা ফাল্গুনী চৌধুরী জানিয়েছেন, পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল আমার ছেলে। দেড় মাস আগে মিজোরামে গিয়েছিল কাজ করতে। একটা দুর্ঘটনায় ওর প্রাণ কেড়ে নিল। নব চৌধুরীর মৃত্যুতে এখন গোটা গ্রাম শোকাহত।

পদ্মপালের ভূমিকা নিয়ে মালদায় এসে মৃত শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দায়সারা ভাবে চলে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

মালদা ঃ পদ্মপালের ভূমিকা নিয়ে মালদায় এসে মৃত শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দায়সারা ভাবে চলে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অথচ রাতে মেডিকেল কলেজে মিজোরামে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মৃত শ্রমিকদের দেহ পৌঁছালেও একবারের জন্য খোঁজ নেন নি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকি রেলমন্ত্রক দায়সারা ভাবে মৃতদেহগুলি কফিন বন্দি করে পাঠিয়েছে। শনিবার সকালে মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে মিজোরামের দুর্ঘটনার বিষয়ে রাজ্যপাল এবং রেল মন্ত্রকের বিরুদ্ধে এভাবেই নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিন মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে মিজোরামের দুর্ঘটনাগ্রস্ত কফিনবন্দি দেহ মৃতদের পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রেন্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজ বাজার থানা আইসি আশিষ দাস, বিধায়ক রহিম বক্সী, সমর মুখার্জি প্রমুখ।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মিজোরাম থেকে ১৮ জন মৃত শ্রমিকের দেহ মালদায় ফিরেছে। শনিবার সকালে আরো চারজনের শ্রমিকের মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে মিজোরাম থেকে মালদায় ফিরে। বাকি একটি মৃতদেহ এখনো মালদায় পৌঁছায় নি। রবিবারের মধ্যে সেটিও পৌঁছে যাবে বলে জানা গিয়েছে।মিজোরামের নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় প্রথম দফায় মালদায় মৃত ১৮ জন শ্রমিকের দেহ কফিনবন্দী করে পৌঁছেছে শুক্রবার রাতে । মৃত ২৩ জনের মধ্যে এখনো পাঁচ জন শ্রমিকের দেহের কোন সন্ধান পায় নি মিজোরাম প্রশাসন।এদিকে শুক্রবার রাতে অ্যাম্বুলেন্স করে কফিনবন্দী মৃতদেহ গুলি পৌঁছানোর পর জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদারকি চালানো হয়। শনিবার সকালে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতেই শ্রমিকদের মৃতদেহ গুলি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে । সেই মৃতদেহ গুলি অ্যাম্বুলেন্স করে কফিনবন্দী অবস্থায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অধিকাংশ মৃতদেহগুলি রয়েছে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ারি গ্রামে এদিন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন , রেলের কাজ করতে গিয়েই আজকে দুর্ঘটনার বলি হল এতজন শ্রমিক। তাদের নিথর দেহগুলি চরম অবস্থায় মধ্যে মালদায় পাঠানো হয়েছে। দায়সারা করে মৃতদেহগুলি কফিনবন্দী করা হয়েছে। যাতে করে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, শুক্রবার মালদায় এলেন রাজ্যপাল । তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পদ্মপালের ভূমিকা নিয়ে কাজ করলেন। রেলের থেকে দেওয়া আর্থিক অনুদানের চেক রাজ্যপাল কয়েকটি শ্রমিকের পরিবারকে তুলে দিলেন । অথচ এখানে রেল মন্ত্রী অথবা রেলমন্ত্রকের কর্তাদের আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারে নি।মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, কেন্দ্র সরকার যদি আজকে ১০০ দিনের কাজের টাকা পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ না করতো, তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। ১০০ দিন প্রকল্পের টাকাও যেমন বন্ধ।

দেশের অর্থনীতি আরো খারাপের দিকে যেতে পারে

ঢাকা ঃ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ মনে করেন বাংলাদেশের অর্থনীতি ভুল পথে চলছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তাদের এই মতামত দিতে প্রভাবিত করছে। কারণ ৮৪ ভাগ মানুষ একইসঙ্গে জানিয়েছেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই জরিপে বাংলাদেশের ঠিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। তারা মনে করেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ায় অর্থনীতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, যারা বলেন অর্থনীতি ভালো নেই, তারা অর্থনীতি বোঝেন না। এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক জরিপে ওই তথ্য উঠে এসেছে। তাদের জরিপের শিরোনাম ঃ 'দ্য স্টেট অব বাংলাদেশ'স পলিটিক্যাল, গভর্ন্যান্স, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি ঃ অ্যাকর্ডিং টু ইটস সিটিজেনস'।

তারা ৬৪ জেলার মোট ১০ হাজার ২৪০ নাগরিকের মতামত নিয়েছে। প্রতিটি জেলা থেকে সমানসংখ্যক নারী/পুরুষ এ জরিপে অংশ নেয়। এর মধ্যে গ্রামের বাসিন্দা ৬৪ ও শহরের ৩৬ শতাংশ। গবেষণাটি ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি সময়কালে করা হয়। উত্তর দাতাদের কাছে রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিদের বিষয়ে নাগরিকদের উপলব্ধি, সমাজ ও অর্থনীতির গতিশীলতা, গণতন্ত্র ও নির্বাচন, নাগরিকত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও নীতির প্রভাব এবং সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকোন পথে রয়েছে এমন প্রশ্নে ৬৯.৭ শতাংশ উত্তরদাতা জানায়, অর্থনৈতিকভাবে দেশ ভুল পথে আছে। সঠিক পথে রয়েছে বলে জানিয়েছে ২৫.২ শতাংশ উত্তরদাতা। এই একই জরিপ তারা আগেও করেছিলেন। ২০১৯ সালে করা জরিপে ৭০.৩ শতাংশ নাগরিক মনে করত, বাংলাদেশের অর্থনীতি ঠিক পথে রয়েছে আর ২৮ শতাংশ মানুষ মনে করত ভুল পথে রয়েছে । কিন্তু এখন সেই মতামত অনেকটাই উল্টে গেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাবফেলেছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। দেশের ৮৪ শতাংশ মানুষের জীবনে এ সমস্যা গুরুতর প্রভাব ফেলেছে বলে জরিপে জানা গেছে। কিছুটা প্রভাব ফেলেছে ১৩ শতাংশ মানুষের জীবনে। বাড়তি দ্রব্যমূল্য জীবনে প্রভাব ফেলেনি এমন মানুষ রয়েছে কেবল ১ শতাংশ। মোটেও আঘাত পায়নি এমন লোকও রয়েছে ২ শতাংশ। ৪৪ শতাংশ মনে করছে, বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা নিত্যপণ্যের দামের উর্ধ্বগতি। ২০১৯ সালের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সঠিক পথে ছিল বলে মনে করত ৭৭ শতাংশ মানুষ এবং ২১.৯ শতাংশ মনে করত ভুল পথে এগোচ্ছে দেশ। তবে ২০২২ সালে সঠিক পথে আছে বলে মনে করে ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা। সেক্ষেত্রে সাড়ে ১৯ শতাংশেরই আস্থা কমেছে। এখন ভুল পথে রয়েছে বলে মনে করে ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ, যা আগের চেয়ে প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি।

সিরডাপের পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন বলেন, জরিপে বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তব অবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যই বাংলাদেশের মানুষকে এখন সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থায় ফেলেছে। আর অর্থনীতির সূচক দেখলেও স্পষ্ট যে বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথে যাচ্ছেনা। তিনি বলেন, এমন মনে হতে পারে এটা সাময়িক সমস্যা হচ্ছে, আমরা আবার সঠিক পথে উঠে যাবো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা সাময়িক কোনো সমস্যা নয়। বৈদেশিক মুদ্রার চাপ সামলাতে গিয়ে আমরা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করছি। এর ফলে আমাদের দেশজ উৎপাদন কমে গেছে। রপ্তানি কমছে। বিনিয়োগ কমছে। কর্মসৃজন কমছে। আমরা বেশি দামে বিদেশি পণ্য আনছি। সেইভাবে আমাদের পণ্য যাচ্ছেনা। তাহলে তো মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়তেই থাকবে। তার কথায়, রাজস্ব আদায় ঠিক মত করতে না পেরে টাকা ছেপে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রাজস্ব আদায় যে সহসাই বেড়ে যাবে তা নয়। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এভাবে টাকা ছাপতে থাকলে তো মূল্য স্ফীতি আরো বাড়বে। টাকার মান তো কমতেই থাকবে। পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত দিয়ে আর কত চলবে? বিশ্ববাজারে অনেক পণ্যের দাম কমে আসছে। আমাদের কমছেনা। ডাবের দাম, ডিমের দাম বাড়ার কী কারণ থাকতে পারে? আসলে আমাদের সঠিক নীতি নির্ধারণের অভাবে এই সংকট হয়েছে। আমার মনে হয় অর্থনীতির অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে। রিজার্ভের ওপর চাপ আরো বাড়বে। কারণ সংকট কাটাতে দৃশ্যমান কোনো নীতি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। তার কথায়, জরিপে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা তো সঠিক বলেই মনে হয়। আমদানি কমছে, রপ্তানি বাড়ছেনা, মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, রেমিট্যান্স কমছে, রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়ছে। ফলে অর্থনীতি তো খারাপের দিকেই যাচ্ছে। অবস্থা বেশি ভালো মনে হচ্ছেনা। এটা তো হঠাৎ করে হয়নি। এক দুই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবে অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, যারা বলছেন দেশের অর্থনীতি ভালো নেই, তারা আসলে অর্থনীতি বোঝেন না। আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.২ শতাংশ। এরপর অধিকাংশ সময় ছিল ৯ শতাংশের মধ্যে, আদারওয়াইজ ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। কে বলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি খারাপ পরিস্থিতিতে? বিশ্বে অর্থনীতি নানাভাবে চাপে থাকলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালো চলছে। যতটুকু খারাপ হয়েছে তা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে।''

সম্পাদকীয়

আফগান নারীদের দুবাই গিয়েও পড়তে দিচ্ছে না তালেবান

আফগানিস্তানের যে নারীরা দুবাইতে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পেয়েছেন, তাদেরকে দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতে দিচ্ছে না তালেবান, সকল অনুমতি থাকা সত্ত্বেও। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী খালাফ আহমাদ আল হাবতুর এখন পর্যন্ত একশজন আফগান নারীকে বৃত্তি দিয়েছেন দুবাইতে গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। কিন্তু তাদের সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ার অনুমতি দিচ্ছে না আফগানিস্তানের ক্ষমতায় থাকা তালেবান। কথা ছিল গত সপ্তাহেই কাবুল থেকে দুবাই উড়ে যাবেন কয়েকজন আফগান নারী, যেখানে আল হাবতুর তাদের সাথে দেখা করবেন। কিন্তু রওয়ানা দেওয়ার অল্প সময় আগেই তালেবান তাদের থামিয়ে দেয়। আল হাবতুর বলেন, ''তালেবান যে এভাবে তাদের যাত্রা থামিয়েদেয়, তা আমরা ভাবিনি। আমরা অবাক হয়েছি কারণ দুবাইতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে সব ধরনের অনুমতি নিয়েছি আমরা, যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভিবাসন দপ্তর, পুলিশ সবাই সাহায্য করেছেন। সব কিছু প্রস্তুত ছিল।''

দুবাইয়ের ধনকুবের ও আল হাবতুর গোষ্ঠীর প্রধান সামাজিক গণমাধ্যম এক্সে (যা আগে টুইটার নামে পরিচিত ছিল) এমনই এক আফগান নারীর পাঠানো একটি ভয়েস রেকর্ডিং প্রকাশ করেন। সেখানে সেই নারী বলেন কীভাবে তিনি তালেবানের আইন মেনেই সঙ্গে একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাকে আটকে দেওয়া হয়। দু' দশক পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আবার তালেবান। প্রাথমিকভাবে ক্ষমতায় এসে তারা বলেছিল যে নারীদের অধিকার শরিয়া আইন অনুসারেই তারা করবে। কিন্তু সময় যেতে যেতে দেখা যায় যে নারীদের ওপর আরো কড়াকড়ি বাড়িয়েছে তারা। গণপরিসর থেকে, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকরির বাজার থেকে দৈনন্দিন চলাফেরার ক্ষেত্রেও ব্যাপক নিয়ম চালু করা হয়েছে নারীদের জন্য। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তারা জানায় যে নারী সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সরকারি কর্মী ও সংখ্যালঘু নারীদের আলাদা করে হেনস্থার প্রমাণও দেখেছে তারা। পড়তে চেয়েও না পারা আফগান তরুণী জাহরা রাজাবি বলেন, ''পুরো পৃথিবী শুধু দেখছে। আমরা শুনে শুনে ক্লান্ত যে মানুষ আমাদের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। চাইলেই আন্তর্জাতিক মহল একটা দৃঢ় পক্ষ নিয়ে এই পরিস্থিতি বদলাতে সাহায্য করতে পারে।'' রাজাবি আশা রাখছেন যে হয়তো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তালেবান কিছুটা হলেও আফগান নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি শিথিল করবে। রাজাবির মতো একই পরিস্থিতিতে আছেন আরো অনেক আফগান নারী, যারা চান বাইরে গিয়ে নিজেদের শিক্ষা সম্পন্ন করতে। আল হাবতুরের বৃত্তি পেয়ে ২৪ আগস্ট তিনজন আফগান নারী দুবাইতে এসে পড়াশোনা শুরু করতে পেরেছেন। আল হাবতুর জানান, ''কথোপকথন ও আলোচনা চলছে, কিন্তু আমরা সেটি করছি না। অদূর ভবিষ্যতে সুরাহার আশা রাখছি আমরা, শিগগিরই এই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে বলে মনে করছি।''

জানা অজানা

ঠাকুরই শেষ সম্বল

সুনীল কুমার দে

বন্ধুরা,সবাই ভালো থেকো।আনন্দে থেকো।ঠাকুর কে খুব করে ডাকো।এ জীবন ক্ষণ ভঙ্গুর যেন পদ্ম পাতার জল,করে টলমল।পাতায় যার বাস তার আর ভরসা কতটুকু। কখন যে কে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।বুড়ো হয়েই যে মারা যাবে তা নয় কেউ কেউ অকালে ও চলে যাচ্ছে।কেউ অসুখে,কেউ দুর্ঘটনায় কেউ বা আত্ম হত্যা করে।তাই কেউ কারো জন্য দায়ী নয়।আমরা সবাই নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করি।নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করি।যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলাম তখন একাই এসেছিলাম আবার যখন যাবো একাই যাবো।কেউ সাথে ছিলো না আবার কেউ সাথে যাবে না।এই আসা যাওয়ার মাঝে কিছুদিন মায়ার খেলা।পিতা মাতা ভাইবোন,স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আনন্দ, উৎসব, মাতামাতি ও ভগবান কে ভুলে থাকা।ধন, যৌবন, জীবন নিয়ে গর্ব অহংকার, মারামারি কাটাকাটি, কেশ মামলা ও শত্রুতা।ছক্কা পাঞ্জা করে অর্থ উপার্জন, শক্তি প্রদর্শন, ক্ষমতার অপব্যবহার।যখন যাওয়ার সময় আসে তখন হিসেব করতে বসি।দেখি যোগ,বিয়োগ, গুন, ভাগ করে,অবশেষে কিছু নাই,ফলাফল শূন্য।কি নিয়ে যাবো ,কে যাবে সাথে।উত্তর আসে কেউ যাবে না,কিছু যাবে না সাথে, যাবে শুধু পুন্য ফল ও হরিনাম।রয়ে যাবে সত কর্ম কেবল।জন্ম মৃত্যুর সাথী হয়ে ঠাকুর চিরকাল ছিলেন,আজ ও আছেন আবার থাকবেন ও চিরকাল আপন জন হয়ে ও পরম বন্ধু হয়ে।তাই ঠাকুর ই আমাদের শেষ সম্বল ও অন্তিম লক্ষ্য।

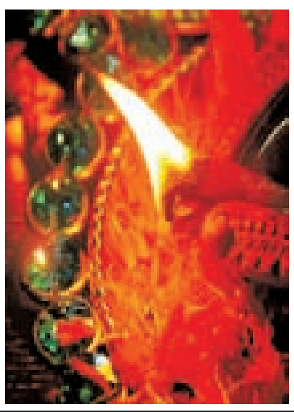

প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত ফেরতের আহ্বান সিডিইউর

জার্মানির রক্ষণশীল খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী দলের প্রধান আরো কয়েকটি জার্মান রাজ্যকে নিরাপদ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান। ফলে যাদের আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের জার্মান কর্তৃপক্ষ দ্রুত ফেরত পাঠাবে বলে মনে করেন তিনি।

বিরোধী রক্ষণশীল খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রী দল সিডিইউর প্রধান ফ্রিডরিশ মেয়ার্স নীতি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। এর ফলে যাদের আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, জার্মান কর্তৃপক্ষের জন্য তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াটি সহজ হবে।

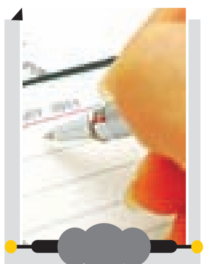

রেবেকা স্টাউডেনমায়ার
প্রাবন্ধিক

রোববার ফুঙ্কে মিডিয়া গ্রুপের পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস সরকার জর্জিয়া এবং মলদোভাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে তথাকথিত নিরাপদ দেশগুলোর তালিকা বাড়ানোরপরিকল্পনার ঘোষণার পরই সিডিইউ প্রধানের এই মন্তব্যটি সামনে এসেছে। তবে এ বিষয়ে নতুন সংযোজনগুলো জার্মান সংসদে অনুমোদিত হতে হবে।

মেয়ার্স কী বললেন?

সরকারের পরিকল্পনায় উল্লেখ করা দুটি দেশ ছাড়াও,তিনি তালিকাটি সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

মধ্য ডানপন্থি এই রাজনীতিবলেন, আমরা আশ্রয় মঞ্জুর করি। এখানে আসা সারা বিশ্বের নিপীড়িতদের সাহায্য করি আমরা। তবে অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন নেই। আমরা যা করতে পারি তার সীমা রয়েছে আর সেই সীমা বর্তমানে পেরিয়ে গিয়েছে। তিনি টিউনিশিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া এবং ভারতকে নিরাপদ দেশের সেই

তালিকায় যুক্ত করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। তার কথায়, এসব দেশের নাগরিকদের আশ্রয়ের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার হার সর্বনিম্ন পরিমাণ হিসাবে রাখতে হবে।

তার কথায়, এই দেশগুলোকে অবশ্যই নিরাপদ দেশহিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে যাতে আমরা অবিলম্বে সেখানে প্রত্যাবাসন করতে পারি।

যদি বার্লিন নির্দিষ্ট দেশগুলোকে নিরাপদ বলে মনে করে তাহলে স্থানীয় জার্মান কর্তৃপক্ষ সেইসব দেশের নাগরিকদের আশ্রয়ের আবেদনগুলো নিয়ে দ্রুত কাজ এগোতে পারবে।

এর অর্থ হলো, আবেদনকারীদের অবশ্যই যথাযথ কারণ প্রদর্শন করতে হবে। সাধারণত নিরাপত্তা পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলে মনে করা হয় এমন দেশে কেন তারা ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বা কেন নিজের রাষ্ট্রে নিপীড়নের মুখোমুখি তার যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের জন্য তাদের নির্বাসন বা প্রত্যাবাসন করা সহজ হবে।

বর্তমান তালিকায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র, ঘানা, সেনেগাল, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, আলবেনিয়া, কসোভো, মন্টেনেগ্রো এবং উত্তর মেসিডোনিয়া।

এটি প্রথম নয়। আগেও জার্মান রাজনীতিবিদরা মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া এবং ভারতকেও তালিকায় যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এপ্রিলে মধ্যবাম সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি দলের সদস্যরা মেয়ার্সের মতো একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অধিকার গোষ্ঠী এবং সংস্থা যারা আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তা প্রদান করে তারা প্রায়শই নিরাপদ তালিকায় থাকা বেশ কয়েকটি দেশের সমালোচনা করেছে। বিশেষ করে সে দেশগুলোর গণতান্ত্রিক এবং আইনি পরিস্থিতি, এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের অধিকারের সমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলো তারা।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপ থেকে বোঝা যায়, অভিবাসন এবং আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়েআবারো জার্মানির ভোটাররা উদ্বিগ্ন। অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের পরে এই উদ্বেগটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

সম্প্রতি জার্মানির অতি ডান এএফডি দলের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দলটি নিয়মিত অভিবাসন বিরোধী প্ল্যাটফর্মে প্রচারণা চালায়।

বিদেশে সমাদর আর দেশে অনাদরের 'আম কাঁঠালের ছুটি'

পার্থ সঞ্জয়

শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের মিশ্র অভিজ্ঞতা। তার প্রথম প্রয়াস 'আম কাঁঠালের ছুটি' বিদেশে একাধিক পুরস্কার পেলেও দেশে পেয়েছে অবহেলা।

হলমালিক আগেই সরিয়ে নিয়েছেন তার ছবি, দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরেছেন অনেক দর্শক!

একটা জাদুকরী জগৎ। সেই জগতে পাকুর গাছের ডালে মাচা বেঁধে ঘুমায় মনোয়ার। তার দস্যিপনায় মৌমাছিরও নিস্তার নেই । আভাস পেলেই তাড়া করে সেই মৌমাছি নামে 'বল্লা'। মনোয়ারের সেই জগতেই মিশে যায় শহুরে শুভ, যাকে ভয় দেখায় তাল গাছের ওপর বসবাস করা অশরীরি কেউ। তাদের সাথে মনোয়ারের ছোট ভাই আনোয়ার আর মিতু, রীতু। সবাই মিলে যে জগতের সন্ধান মিলে না শহরে কিংবা আজকের গ্রামেও, সেই জগতেরই সন্ধান দিলেন সিনেমা নির্মাতা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান তার প্রথম ছবি 'আম কাঁঠালের ছুটি'তে।ঢাকার হলগুলোতে চলেছে শৈশবকে হাতছানি দেয়া সিনেমাটি। যারা দেখেছেন, তারা বলছেন, শিশুতোষ চলচ্চিত্রের আকালে 'আম কাঁঠালের ছুটি' এক মুঠো স্নিগ্ধ বাতাস।

দীর্ঘ আট বছর আগে সিনেমাটির নির্মাণ শুরু করেন নুরুজ্জামান। পেশায় স্থপতি, নেশায় নির্মাতা তার এই ছবিটি নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। পেয়েছেন পুরস্কারও। তবে দেশে তার অভিজ্ঞতা মন খারাপের। মাত্র চারটি সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি চলেছে এক সপ্তাহ। এর মাঝে একটি সিনেপ্লেক্সে প্রতিদিন শো চালায়ওনি। শিশুদের জন্য এমনিতেই সিনেমা খুব একটা তৈরি হয় না। যা তৈরি হয়, তাও দর্শকের কাছে পৌঁছায় না।

স্বাধীনতার আগে ১৯৬৬ সালে ফজলুল হক পরিচালিত 'সান অব পাকিস্তান' একমাত্র শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃত। কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের গল্প নিয়ে নির্মিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীভিত্তিক সেই ছবিতে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন ফরিদুর রেজা সাগর। সিনেমাটি তেমন সফল না হলেও বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭৮ সালে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্কুলপাঠ্য গল্প 'গলির ধারের ছেলেটি'কে 'ডুমুরের ফুল' নামে চলচ্চিত্রায়ন করেন খ্যাতিমান পরিচালক সুভাষ দত্ত। তবে ছোটদের জন্যে এটি নির্মিত হয়নি। কিন্তু দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক কিশোরের জীবনকাহিনি বর্ণিত হওয়ায় এটি শিশুকিশোরদের বিশেষ আকর্ষণ করেছে।

তবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিশুতোষ চলচ্চিত্র ধরা হয়১৯৮০ সালে নির্মিত বাদল রহমানের 'এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী' কে। ১৯১৯ সালে জার্মান লেখক এরিখ কাস্টনার রচিত এমিলের গোয়েন্দা দল নামক কিশোর গোয়েন্দা উপন্যাসের আলোকে এটি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন বাদল রহমান। এটি ছিল সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র। শিশুতোষ গোয়েন্দাভিত্তিক এই ছবিটি জনপ্রিয়তা পাবার পাশাপাশি সেরা চলচ্চিত্রসহ মোট ৫টি শাখায় জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে।

একই বছর মুক্তি পায় আজিজুর রহমানের কালজয়ী ছবি 'ছুটির ঘন্টা '।শিশুতোষ এই ছবিটি এখনো সমান দর্শকপ্রিয়।মূলত এই ছবির পরই বাংলা চলচ্চিত্রে শিশুরা বিশেষ স্থান করে নেয়। এই ১৯৮০ সালে শিশুতোষ ছবি আরেকটি মুক্তি পায়। খান আতাউর রহমান পরিচালিত ছবিটির নাম 'ডানপিটে ছেলে'। ছবিটি তখন আলোচিত হবার পাশাপাশি একাধিক শাখায় জাতীয় পুরস্কারও লাভ করে। ১৯৮৩ সালে মুক্তি পায় সি বি জামানের জনপ্রিয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'পুরস্কার'। সেটি ছিল কিশোর অপরাধ নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম ছবি। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ছবিটি সেরা চলচ্চিত্রসহ মোট ৫টি পুরস্কার লাভ করে।

আশির দশকে শিশুদের অন্যতম প্রধান চরিত্র করে বেশ কয়েকটি ছবি নির্মিত হয়,এর মধ্যে মাসুম,এতিম,রামের সুমতি,ক্ষতিপূরণ,রাঙা ভাবী অন্যতম।

আশির দশকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে শিশুদের বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছিল, তা নব্বই দশকে এসে ক্রমশ কমতে থাকে। এর মাঝেও ১৯৯৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'দীপু নাম্বার টু' বেশ আলোচিত হয়। ড.মুহম্মদ জাফর ইকবালের কিশোর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিটি সরকারি অনুদানে নির্মাণ করেন মোরশেদুল ইসলাম। শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে ছবিটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। প্রথম ছবি নির্মাণের ২০ বছর পর বাদল রহমান ১৯৯৯ সালে নির্মাণ করেন শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ'।

২০০০ পরবর্তী সময়ে আবার বাংলা চলচ্চিত্রে শিশুদের নিয়ে ভাবা শুরু হয়।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না'। সত্তরের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবিটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কার লাভ করে।বাংলাদেশের অস্কারযাত্রা এই ছবির মাধ্যমে।২০০৪ সালে হুমায়ূন আহমেদের লেখা গল্প নিয়ে মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'দূরত্ব'। একে একে নির্মিত হয় লিলিপুটরা বড় হবে,কাবুলিওয়ালা,দূরবীনসহ বেশ কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্র।বাণিজ্যিক ধারায় ও শিশু চরিত্রের প্রভাব পড়তে থাকে, এর মধ্যে চাচ্চু,অবুঝ শিশু উল্লেখযোগ্য।

২০১০ সালের পর শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ তুলনামূলক বেড়ে যায়, তবে বেশিরভাগ ছবিই অজ্ঞাত থেকে যায়। এই সময়ে মুক্তি পাওয়া ছবিগুলোর মধ্যে আলোচিত 'আমার বন্ধু রাশেদ'। ড.জাফর ইকবালের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি সরকারি অনুদানে নির্মাণ করেন মোরশেদুল ইসলাম। ২০১৫ সালে নির্মিত আশরাফ শিশিরের 'গাড়িওয়ালা' ছবিটি বেশ আলোচিত হয়। এছাড়া জালালের গল্প, বৈষম্য, শোভনের স্বাধীনতা, মুক্তি,আকাশ কত দূরে, শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য। আছে 'আঁখি ও তার বন্ধুরা', 'এডভেঞ্চার অব সুন্দরবন'সহ আরো কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্র। বাংলা চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় শিশুশিল্পীর নাম নিলে প্রথমেই নাম আসে মাস্টার শাকিল, মাস্টার সুমন ও দীঘি। শাকিল ও দীঘি জনপ্রিয়তার পাশাপাশি তিনবার জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। সুমন জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন একবার। দীপু খ্যাত অরুণ সাহা একটি ছবিতে অভিনয় করলেও রয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা, জাতীয় পুরস্কার ও অর্জন করে দীপু। এছাড়া জয়া,প্রিয়াঙ্কাও বেশ আলোচিত হয়।

'মজার স্কুল'-এর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের দেখানো হয়েছে 'আম কাঁঠালের ছুটি' ছবিটি। বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্সে ৯৭ মিনিটের সাদাকালো ছবিটি দেখে আনন্দ পেয়েছে বলে জানায় তারা। কখনো মনোয়ারের কাণ্ডকীর্তি দেখে নিজেদেরই ওরা 'মনোয়ার' ভেবেছে, কখনো ভেবেছে শহুরে শুভ, কখনোবা মনোয়ারের ছোট ভাই আনোয়ারের পক্ষ নিয়েছে। ছবি দেখে তাদের একজন বললো, ''আমরা তো এখন মোবাইলেই সারাক্ষণ থাকি। নারকেল পাতায় চশমা বানাবো কখন? কখনই বা লাটিম খেলবো?''

ছোটরা ছবিটি দেখে প্রায় সারাক্ষণই হেসেছে। তবে বড়রা করেছে হাহাকার। সে হাহাকার নিজেদের শিশুদের এমন শৈশব দিতে না পারার। এমনই একজন শিল্পী, সংগঠক অমল আকাশ। ছবি দেখে অনুভূতি ভাগ করেছেন ফেসবুকে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ''এ সিনেমাটি বড়দেরই দেখা উচিত। পাড়ায় পাড়ায় এখনো যেসব খেলার মাঠ দখল হয়ে যায় নাই, আমরা যেন সেগুলো আমাদের শিশুদের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারি। পরিচালক তার প্রথম সিনেমায় খুব সাদামাটাভাবে আমাদের শৈশবের কিছু দুরন্তপনার ডকুফিকশন নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি সফল বলে মনে করি।''

ফেসবুকে আহমেদ বাবলু নামে একজন লিখেছেন , ''আমি হলভর্তি দর্শকের মাঝে অপার্থিব আলো লক্ষ্য করেছি। শৈশবের দিন দূরে ছেড়ে আসা যে কোনো মানুষ যখন ছবিটা দেখবেন, মনে হবে চোখের সামনে দুরন্ত শৈশব কোনো এক জাদুমন্ত্রে হঠাৎ হাজির হয়ে গেছে।''

রম্যলেখক, সাংবাদিক আহসান কবির একটি অনলাইন পত্রিকায় লিখেছেন, ''এমনিতেই মধ্যবিত্ত বাঙালির একটা কালচার ছিল স্কুলের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে যাওয়া। অনেক কবি সাহিত্যিকের লেখায় এমন 'অ্যাডভেঞ্চার' আছে, হোক সেটা সত্যজিতের 'ফেলুদা' কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু'। ছবিতে আবার তেমন নির্দিষ্ট কোনও গল্প হয়তো নেই, আছে গ্রামে দুরন্তপনার কিছু পরিস্থিতির চিত্রায়ন, যেটা শৈশবকে গেঁথে রাখে! জীবনের সবচেয়ে রঙিন এই সময়টাকে চিত্রায়ণ করা হয়েছে সাদা কালো প্যালেটে, কোনও গান বা প্রায় আবহ সংগীত ছাড়া। পরিস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে বাস্তব শব্দই ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাময়িকী

সমাজ সেবী লক্ষী চরণ কুন্ডুর পুন্য তিথিতে মাতাজী আশ্রমের সৎসঙ্গ আয়োজিত

আসা ও যাওয়া সৃষ্টির নিয়ম

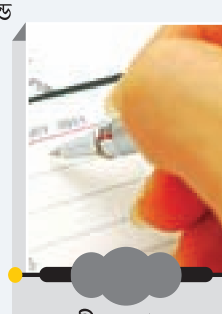

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

পোটকার বিশিষ্ট সমাজ সেবী,ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা,ঝাড়খন্ড আন্দোলনকারী, মাতাজী আশ্রমের ট্রাস্টি, হলুদপুকুর দুর্গা পূজা কমিটির অধ্যক্ষ, মানব দরদী স্বর্গীয় লক্ষী চরণ কুন্ডুর দ্বিতীয় পুন্য তিথিতে তাঁর গঙ্গাড়ি বাস ভবনে বিগত ২ ই সেপ্টেম্বর মাতাজী আশ্রম হাতার সৎসঙ্গ আয়োজিত হলো।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি করা হলো।তারপর তাঁর আত্মার শান্তির জন্য দুই মিনিট ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা হলো।তারপর ভক্তি সংগীতের কার্যক্রম হলো।সংগীত পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,পতিত পাবন দাস,তড়িৎ মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,প্রবীর দাস,দেশাই মুর্মু,রেবা গোস্বামী,ভাস্কর দে,বাদল মামা, মাতাজী আশ্রমের মহিলারা প্রমুখ ।তারপর সুনীল কুমার দে উপস্থিত ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে স্বর্গীয় লক্ষী বাবুর বিষয়ে দু কথা বললেন।তিনি বললেন,,আসা ও যাওয়া সৃষ্টির নিয়ম।এই নিয়মে আমরা সবাই বাঁধা।সময়ের আগে কেউ যায় না আবার সময় হয়ে গেলে কেউ থাকে না।লক্ষী বাবু এই অঞ্চলের একটি অমর নাম।তাঁর সমাজ সেবা ও দেশ সেবার জন্য এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ সৎসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোক পাত করলেন ও লক্ষী বাবুর বিষয়ে জানালেন।কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি এই প্রসঙ্গে বললেন,,ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব ধর্ম টাকে খুবই সহজ ও সরল করে দিয়ে গেছেন।আমরা সবাই ভগবানের সন্তান,অমৃতের সন্তান,আমরা পাপী নই,ভগবান আপন জন,তাকে ভালোবাসতে হবে এ সব ঠাকুরের কথা।তিনি সংসার ত্যাগ করতে বলেন নি,সংসারে থেকে ভগবানের সাধনা করতে বলেছেন।আমরা ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলে জীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।তিনি লক্ষী বাবুর বহুমুখী কাজের ও প্রশংসা করলেন।তারপর রেবা গোস্বামী সারদা মায়ের কথা ও সুজতা মোড়ল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বানী পাঠ করে শুনালেন।সবশেষে সকল ভক্তবৃন্দ মিলে হরিনাম করে হরিলুট দিলেন।অনুষ্ঠানের শেষে সুধাংশু শেখর মিশ্র সবাই কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।তারপর ভক্তদের সবাই কে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হলো। এই উপলক্ষে মহিতোষ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,দেবরঞ্জন মণ্ডল,সঞ্জয় সাহু,সুবোধ মণ্ডল,ব্রহ্ম পদ মরল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,নিবারণ মুদি,স্বপন মণ্ডল,রবীন্দ্র নাথ দাস,বিশ্বামিত্র খন্দায়াত,অমল বিশ্বাস, তরুণ মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,অর্চনা কুন্ডু,অপর্ণা পাত্র,নির্মলা সাহু,পদ্মাবতী কুন্ডু,রাজু কুন্ডু,বিশ্বজিৎ কুন্ডু,তপন মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,স্বাধীন সরকার,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,মোহিতোষ গোপ,তরুণ দে,শক্তি শেখর রজক,সাবিত্রী গোপ,বেবী মণ্ডল,অসিত মণ্ডল,ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল,পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,দুলাল মুখার্জি,রাকেশ মিশ্রা, অনুপ গুপ্তা ছাড়াও আরো অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

অনুকরন নয়,অনুসরণ করো

একটা কাক একটা ময়ূর পালক লাগিয়ে ময়ূরদের দলে গিয়ে বললো,,, দ্যাখ ভাই তোমাদের মতো আমার ও পালক গজিয়েছে তাই আমি আর কাক নই, তোমাদের জাতের লোক।

ময়ূরেরা বললো,,,এ পালক তো নকল পালক তাই তুমি ময়ূর হতে যাবে কেন।তুমি তো কাক তাই তোমায় আমরা আমাদের দলে নিতে পারি না।নিরাশ হয়ে কাক তখন তার জাত ভাইদের কাছে গিয়ে বললো , ,,আমি তোমাদের জাত ভাই,আমি ভুল করে ময়ূরদের দলে মিশতে গেছিলাম কিন্তু তারা আমায় তাদের দলে নিলো না।তাই আবার তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। তাই আমাকে দলে রাখো। কাকেরা বললো, না ,তোমার গায়ে ময়ূর পালক তুমি আর কাক নাও,তোমার জাত গেছে। তাই তোমায় আমরা আর জাতে তুলতে পারি না।কথা শুনে তার মাথায় বজ্রপাত হলো।বেচারার একুল ওকুল দুকুল ই গেল।না আর সে কাক রইলো না ময়ূর হতে পারলো। আমাদের অবস্থা ও ঠিক ময়ূর পালক গোজা কাকের মতো হয়েছে।আমরা আজ নিজের ভাষা,সংস্কৃতি,সভ্যতা ও ধর্ম কে ভুলে পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে ইংরেজ হওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা না ইংরেজ হতে পারছি না ঠিক ভাবে ভারতীয় হতে পাচ্ছি।স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, অনুকরণ নয়,অনুসরণ করো । অপরের যা ভালো তা অবশ্যই গ্রহণ করো তাই বলে নিজের যা ভালো তা ত্যাগ করো না।অর্থাৎ নিজের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্মেই লুকিয়ে আছে নিজের পরিচিতি তাই তা কোনোদিন ও কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

সুনীল কুমার, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বহুবিবাহ সংক্রান্তে গঠিত নতুন কমিটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করবে, আগামী ডিসেম্বরে এক্ষেত্রে সরকার বিধানসভায় বিল আনবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসম থেকে সর্বাধিক আসন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার প্রস্তাবের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটের চিন্তন বৈঠকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে বহুবিবাহ নিষেধাজ্ঞার স্বার্থে একটি আইন প্রণয়নের কথা দীর্ঘদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই ঘোষণা অনুযায়ী লাভ জিহাদ সহ বহুবিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে বিচারপতি রুমি ফুকনের নেতৃত্বে গঠন করে দেওয়া কমিটি ইতিমধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এবার সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে আইনের খসড়া প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই কমিটি ৪৫ দিনের মধ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুত করার পর আগামী ডিসেম্বরে বিধানসভায় এক্ষেত্রে সরকার বিল উত্থাপন করবে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে অসম থেকে সর্বাধিক আসন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার প্রস্তাবের পাশাপাশি তিনসুকিয়া আয়োজিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটের চিন্তন বৈঠকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও সেটা হবে কিনা দেখতে হবে। অর্থাৎ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অধিকার রয়েছে কিনা সেটা আগে যাচাই করার প্রয়োজনীতা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই বিচারপতি রুমি ফুকনের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। বহুবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অধিকার রয়েছে বলে সেই কমিটি নিজেদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে। তাছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনে লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি একসঙ্গে করে একটি বিস্তৃত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান বহুবিবাহ এবং লাভ জিহাদ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ থেকে মতামত চেয়েছিল সরকার। এই সংক্রান্তে ১৪৯ ব্যক্তি তথা সংস্থা মতামত দিয়েছে। এরমধ্যে ১৪৬ ব্যক্তি তথা সংস্থা এর স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করার বিপরীতে তিনটি সংস্থা তথা ব্যক্তি প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতা করেছে। এবার এক্ষেত্রে পুনরায় একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিতে অসমের এডভোকেট জেনারেল, ডিডিপি প্রমুখ রয়েছেন। এই কমিটি আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত এই বহুবিবাহ বিরোধী আইনের খসড়া প্রস্তুত করবে। এই আইনের খসড়া প্রস্তুত হওয়ার পর আগামী ডিসেম্বরে অসম বিধানসভায় এক্ষেত্রে বিল উত্থাপন এবং পারিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওয়ান ন্যাশন ওয়ান ইলেকশন সংক্রান্ত তৎপর হয়ে ওঠার পর আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এবার রাজ্যের শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে নিজেদের প্রস্তুত বলে ঘোষণা করে এই বিষয়ে সক্রিয় হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে ওয়ান ন্যাশন ওয়ান ইলেকশন প্রসঙ্গে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই কমিটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও কংগ্রেস তথা বিরোধী পক্ষের নেতারা রয়েছেন। এটাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়ে বিষয়টি একটি বিস্তারিত প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে বিজেপি নেতৃত্বে মিত্র জোটের এই চিন্তন বৈঠকে শুধুমাত্র আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনসুকিয়া কনভেনশন সেন্টারে শনিবার বিজেপি মিত্র জোটের এক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিজেপি, অগপ, ইউপিপিএল এর প্রতিজন বিধায়ক ছাড়াও রাজ্যের সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠিত চিন্তন বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন ২০২৪ লোকসভায় নির্বাচনে কিভাবে একত্রিত এবং সুসংগত হয়ে দলগুলো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অসম থেকে সর্বাধিক আসন প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া। সমান্তরালভাবে অসম সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সংক্রান্তে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিদ্যুৎ অফিসে ভাঙচুর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শুরু হয়েছে লোডশেডিং ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষজন । পয়লা সেপ্টেম্বর মাঝরাতে সিউড়ি কালীবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে ভাঙচুর চালায় কয়েকজন । সিসি ক্যামেরা ভাঙ্গা,তার এলেমেলো করে রাখা হয় । দোসরা সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে সভাধিপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃশনিবার মহম্মদবাজার ব্লকের চারটি দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ । মহম্মদবাজার গ্রামপঞ্চায়েতের কোমরপুর কালীতলা,পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতের উস্কা প্রাথমিক বিদ্যালয়,রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতের রামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,সেকেডডা গ্রামপঞ্চায়েতের দিঘীলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করেন সভাধিপতি । পাশাপাশি অতুলভাবিনী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন । সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, দুয়ারে সরকার শিবিরে কাতারে কাতারে মানুষ আছে পরিষেবা নেওয়ার জন্য । মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় এমন উন্নয়ন করেছেন বিশ্বে বিরল । জনপ্রতিনিধি সকলে আছেন কে কোন দলের সেটা দেখা হচ্ছে না । ওই মহিলাকে আশ্বস্ত নয় কাজ করে দেখাবো ।

কাউন্সিলর থাকতে চেয়ে পুরসভাকে চিঠি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি পৌরসভার পনেরোনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে থাকতে চেয়ে পুরসভাকে চিঠি দিলো প্রনব কর । প্রনব কর বলেন, জেলা নেতৃত্ব এবং ওয়ার্ডের মানুষের চাপে আমি কাউন্সিলর থাকতে রাজি । আমি স্কুল যাচ্ছি বলে পৌরসভায় কম যাচ্ছি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত একত্রিশে জুলাই সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রনব কর । পাশাপাশি ছাড়েন পনেরোনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও কিন্তু পৌরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিল (বিওসি) কাউন্সিলর পদ ছাড়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নি ।

সিউড়ি পৌরসভায় জল মিটিং

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃশনিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি পৌরসভায় জল নিয়ে মিটিং করা হয় । সমস্ত কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন । পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, সামনেই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা । শহরের জল পরিষেবা নিয়ে মিটিং করলাম । আগামী বোর্ড মিটিং'এ অঙ্গনাওয়াড়ী এজেন্ডা আছে আলোচনা করা হবে ।

উদ্ধার হাইজ্যাক হওয়া লরি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃলরি ছিনতাই করে পালানোর সময় নিরাময়ে জাতীয় সড়কে লরি উদ্ধার করলো দুবরাজপুর থানার পুলিশ । যদিও চালক ও খালাসী পালিয়ে যায় । লরি থেকে তিরিশ টন পাইপ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার শহরে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। গত জানুয়ারি মাস থেকে এই পর্যন্ত ইতিমধ্যেই কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় ১০ জন ড্যঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। তাই এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোচবিহার পৌরসভা। কোথাও যেন জমা জল না থাকে সেই বিষয়ে রয়েছে কোরা নজরদারি। আজ কোচবিহার পৌরসভায় স্বাস্থ্য কর্মী এবং পৌরকর্মীদের কোচবিহার পৌরসভা লেখা একটি করে জ্যাকেট প্রদান করা হয়। যাতে কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন কোচবিহারের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান প্রত্যেকেই যেন নিজের এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং কোথাও জমা জল না থাকে সেই বিষয়ে নজর রাখে।

ভিস্তাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন ছিটকে পড়ে, যাত্রীরা অল্পের জন্য রক্ষা পান

আলিপুরদুয়ারঃ শিলিগুড়ি জংশন ও গুলমা স্টেশনের মাঝখানে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলো ভিস্টাডম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। আলিপুরদুয়ার জংশনের দিকে যাওয়ার সময় ১৪৬ রেলওয়ে পিলারের কাছে কাফলিং ছিঁড়ে প্রায় ১০০ মিটার এগিয়ে যায় ইঞ্জিন। দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৮.৫০ নাগাদ। আধ ঘন্টা বাদে কাফলিং মেরামতির পর ফের গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করে ট্রেনটি। আচমকাই দূরন্ত গতিতে চলতে থাকা ট্রেনটি থমকে যাওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে।ঘটনায় রেলের যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন উঠেছে।

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়িতে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীবমোড়ের ক্যানেল বস্তি এলাকায় । মৃতার নাম সোমা রায় (৩৪) । আজ শোবার ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে মা ও সোমা রায় থাকতেন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজ করছিলেন। তার মা পাশের এক বাড়িতে যান। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তার মা একটু বাদে বাড়িতে এসে ঘর বন্ধ দেখেন। ঘর খুলেই সোমার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সঠিক কি কারণে এমন ঘটনা ঘটালো তা বুঝতে পারছে না পরিবারে সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ চা শ্রমিক ইউনিয়ন গ্রাচুইটি সহ ন্যূনতম মজুরির দাবিতে দুয়ারস্কনিয়ায় শ্রম অফিসারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ শ্রমিকদের গ্রাচুইটি সহ ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন চা বাগানে আন্দোলন চলছে।চা বাগানের শ্রমিকদের গ্যাচুইটি প্রদানের দাবিতে শুক্রবার ডুয়ার্সকন্যাতে শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি । শুক্রবার ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা ডুয়ার্সকন্যাতে উপস্থিত হয়ে জেলা শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

পেট্রোল পাম্পের ডিজেলের বদলে আসছে জল। বিপাকে পড়েছে বেশ কিছু গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের চৌরঙ্গী মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ জানা যায় অধিকারী পেট্রোল পাম্পে আজ সকাল থেকে বেশ কিছু চার চাকা গাড়ি তেল ভরিয়েছে। একটি চাপাতা বোঝাই পিকআপ ভ্যান ৫২ লিটার ডিজেল তেল ভরিয়ে ফ্যাক্টরি উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল হঠাৎ গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি মেকানিক কে ডাকেন, গাড়ির মেকানিক এসে দেখতে পান ট্যাংকের ডিজেলের বদলে রয়েছে জল। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় তিনি যে পাম থেকে তেল ভরেছেন সেই পাম্পে আরো দুটো গাড়ি তেল ভরতে গেলে তাদের তেলের বদলে জল ঢুকেছে।। ঘটনায় পেট্রোল পাম্পেই দুটো গাড়ি আটকে যায় ও বেশ কিছু গাড়ি, রাস্তায় গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে গাড়ির ড্রাইভাররা জানান তেল ভরার পরেই এমন পরিস্থিতি এখন এই গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব গাড়ি ঠিক করতো প্রচুর টাকার দরকার।। যদিও এবিষয়ে খবর করতে গেলে প্রথমে সাংবাদিককে বাধা দেওয়া হয়। পেট্রোলপাম্পের ম্যানেজার জানান আমরা প্রতিদিন চেক করি কিন্তু হঠাৎ এমন হলো সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। যার কারণে বেশ কিছু গাড়ি ক্ষতি হয়েছে।। আমরা মেকানিক ডেকেছি তেল বের করে পুনরায় তেল ভরে দেওয়া হবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘোষণা করা অনুযায়ী পদক প্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের সম্বর্ধনা ডিজিপি জিপি সিংহের

দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মীদের কড়া বার্তা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পদক বিজয়ী পুলিশ অফিসারদের সংবর্ধনা জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ। গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পদক প্রাপ্ত পুলিশদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত এবার ৮ জন গ্যালান্ট্রি পুলিশ মেডেল পেতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া মেরিটোরিয়াস সার্ভিস এর জন্য ১৪ জন পুলিশ পদক পেয়েছেন। একই সঙ্গে চারজন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেডেল অফ এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টিগেশন পুরস্কার পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল সার্ভিস মেডালিন ক্রাইসিস সিচুয়েশন পুরস্কার পেয়েছেন ১৮ এবং ১৯ পুলিশ পার্সোনাল। অনুষ্ঠানে ডিজিপি জিপি সিংহ পদক প্রাপ্ত প্রত্যেক পুলিশ অফিসার এবং জওয়ানদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন প্রত্যেকে এবার অধিক দক্ষতা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অসম পুলিশের স্থিতি শূন্য সহনশীলতা। এই বিষয়টি প্রত্যেক পুলিশের মনে রাখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্যের অপরাধের মামলায় কনভিকশন রেট বাড়ানোর জন্য তদন্ত প্রক্রিয়ায় সময় এবং এনার্জি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পুলিশ অফিসারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ যাতে এটা জাতীয় পর্যায়ের স্তরে স্পর্শ করতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে ফরেনসিক ডাইরেক্টর আইপিএস এস এন সিংহ, বিশেষ ডিজিপি এবং বিশেষ শাখার অতিরিক্ত ডিজিপি আইপিএস হীরেন চন্দ্র নাথ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনীর দ্বারা যাত্রীদের চুরি যাওয়া প্রায় ১.৭৪ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১১জন

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী নিজেদের জোনের মধ্যে ২৯ থেকে৩১আগস্ট, ২০২৩ এর সময়সীমায় নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরিকরার অভিযোগে ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশনও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ কাটিহার, লামডিং, নিউ হাফলংও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায়১,৭৪,৬০০টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে। ২৯আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় কাটিহারের আরপিএফ সিপিডিএস (ক্রাইম প্রিভেনশনও ডিটেকশন স্কোয়াড) টিমও কাটিহারের জিআরপি যৌথ ভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত অভিযান চালানোর সময় ০৩ জনব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরে এবং তাদেরকাছ থেকে যাত্রীদের প্রায়৩২০০০ টাকা মূল্যের ০৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইলফোনও ধৃতব্যক্তিদের জিআরপি কাটিহারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৩১আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় গুয়াহাটির আরপি এফটিম গুয়াহাটিরেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একটিব্যাগের মধ্যেপ্রায় ৬০,৬০০টাকামূল্যের একটিসোনারচেন, একটি সোনারআংটি, একটি মোবাইলফোনও অন্যান্যমূল্যবান সামগ্রীসহ ০১জনব্যক্তিকে গ্রেপ্তারকরে। এইসামগ্রীগুলি১৩১৭৫নং. (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস থেকে একজনযাত্রীর থেকে চুরিকরা হয়েছিল। পরে প্রয়োজনীয়পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রীসহ ধৃতব্যক্তিদের জিআরপি গুয়াহাটির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকেরহাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী (আরপিএফ) কিশোর কিশোরীদের উদ্ধারকরা, দালালদের গ্রেপ্তারকরা, মাদকসামগ্রী, যাত্রীদের ফেলে যাওয়াঅথবা চুরি যাওয়াব্যাগ ইত্যাদি উদ্ধারকরা থেকে শুরুকরে রেলব্যবহারকারীদের পূর্ণমাত্রায় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সবসময় একডাইনামিক ভূমিকা পালন করে আসছে। যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেলব্যবহারকারীদের দিক নির্দেশও সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তারা প্রশংসনীয় পরিষেবাদিয়ে আসছে। ট্রেনেযাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেলযাত্রীরা ১৩৯ (টোলফ্রি) নম্বরে কলকরতে পারেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার বারোবিশা কুমারগ্রাম রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল একটি রেস্টুরেন্ট ও একটি মিষ্টির দোকান

আলিপুরদুয়ারঃ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল দুটি দোকান। আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা কুমারগ্রাম ব্লকের বারোবিশা কুমারগ্রাম রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল দুটি দোকান এর মধ্যে একটি রেস্টুরেন্ট ও একটি মিষ্টির দোকান । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা এবং পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা । স্থানীয়রা বারোবিশা পুলিশ ফাঁড়ি ও বারোবিশা দমকল কেন্দ্রে খবর দেয় । ঘটনাস্থলে বারোবিশা দমকল ও বারোবিশা ফাঁড়ির পুলিশ পৌছায় । দমকলের প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

৯০ টি বসন্ত পেরিয়েও তাঁর স্মৃতিশক্তি আজও প্রবল। সেই কোন ছোটো বেলায় স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়া কবিতা আবৃত্তি করে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো 'ভাইরাল'

কলকাতা ঃ ৯০ টি বসন্ত পেরিয়েও তাঁর স্মৃতিশক্তি আজও প্রবল। সেই কোন ছোটো বেলায় স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়া কবিতা আবৃত্তি করে এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো 'ভাইরাল' তালডাংরার হাড়মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশাতড়া গ্রামের সিন্ধুবালা পতি নামে এক বৃদ্ধা। এই বয়সে পৌঁছেও এখনো একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে নেটিজেনদের হাত ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন তিনি। ওই বৃদ্ধার পরিবার সূত্রে খবর, পরাধীন ভারতে তালডাংরা থানা এলাকারই নতুনগ্রাম গ্রামে সিন্ধু বালা পতির জন্ম। তৎকালীন সময়ে প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিতে নারী শিক্ষার প্রচলন সেভাবে না থাকলেও গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। পরে অল্প বয়সেই কেশাতড়া গ্রামের বাসুদেব পতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। এখন দুই ছেলে, বৌমা, নাতিদের নিয়ে তাঁর বাস। কিন্তু এই বয়সে এসেও সেই সময়কার পাঠ্য বইয়ের কবিতা হুবুহু মুখস্থ বলে যেতে পারেন তিনি।
এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সহস্র যোজন দূরে থেকেও অসংখ্য কবিতার মাঝেও পাড়ার এক প্রয়াত ভাসুরপোকে নিয়ে লেখা কবিতা আবৃত্তি করে নেটিজেনদের হাত ধরে সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই এখন 'ভাইরাল' সিন্ধুবালা।

কোচবিহার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় ঘেরাও করল UCRC ও বস্তি উন্নয়ন সমিতি

কোচবিহার ঃ স্বাধীনতার ৭৫ বছরে জমির অধিকার ও মাথার উপর ছাদ, সেই সাথে পেটে ভাত শান্তিতে বাঁচার অধিকারের দাবিকে সামনে রেখে জেলাশাসকের করণ অভিযান করল ইউসিআরসি ও বস্তি উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বরা। শুক্রবার দুপুরে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে এসে তারা বিক্ষোভ করবার পাশাপাশি জেলা শাসককে একটি স্মারকলিপি ও জমা দেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইউসিআরসি জেলা সম্পাদক মহানন্দ সাহা সাধন দেব সহ অন্যান্যরা। ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন তারা এই স্মারকলিপি জমা দেয়। সেইসাথে মোটা টাকার বিনিময়ে পাট্টা বেচে দেওয়া হচ্ছে বলেই অভিযোগ আনেন তারা। বারবার কোচবিহার ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়ে কোন কাজ হয়নি। তাই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে এদিন জেলাশাসক দপ্তর অভিযান করেন সংগঠনের সদস্যরা।

টিকে থাকার ম্যাচেই এশিয়া কাপে সেরা ব্যাটিং বাংলাদেশের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ সমীকরণটা সবার জানা। এশিয়া কাপে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের আজ আফগানিস্তানকে হারাতেই হবে। এমন দিনে বাংলাদেশ দল একাদশে এনেছে তিন পরিবর্তন। শুধু কী তাই? চমক ছিল বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপেও। যে মেহেদী হাসান মিরাজ লোয়ার অর্ডারে খেলে অভ্যস্ত, তাঁকেই ইনিংস উদ্বোধনে নামানো হলো! মিডল অর্ডারের চেনা মুখ তাওহিদ হৃদয়কেও তুলে আনা হলো তিন নম্বরে!

তবে ঘণ্টাদুয়েক পর বাংলাদেশের একাদশ নির্বাচক নিয়ে নিশ্চয়ই কেউ কথা বলেননি। কারণ ওপেনার মিরাজের ব্যাট থেকেই এসেছে অপরাজিত ১১২ রানের ইনিংস। হৃদয় তিনে নামায় এক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া নাজমুল হোসেনের ব্যাট থেকে এসেছে ১০৪ রান। দুজনের জোড়া সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৩৪ রান তুলেছে। এশিয়া কাপে এটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।

আফগানিস্তান বোলিংয়ের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামার আগে কী চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, তা বাংলাদেশের ভালোই জানা। নতুন বলে ফজলহক ফারুকি ও মুজিব উর রহমান বোলিংয়ে দুই প্রান্ত থেকে উইকেট শিকারের মিশনে নামবেন। আর ফারুকির সুইং যতটা ভয়ংকর, ততটাই মুজিবের ক্যারম বল। বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের বিপক্ষে দুজনের সাম্প্রতিক রেকর্ডও দুর্দান্ত।

এমন পরিস্থিতিতে উপায় থাকে দুটি। প্রথমত, ইনিংসের শুরুতে দেখেশুনে খেলে দুজনের প্রথম স্পেলটা পার করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, প্রতি আক্রমণের পথ বেছে নেওয়া। বাংলাদেশ আজ ঝুঁকিপূর্ণ পথটাই বেছে নিয়েছে। উদ্বোধনে নামা মোহাম্মদ নাঈমই এতে নেতৃত্ব দিলেন। ড্রাইভ ও কাট শটে ফারুকিকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছেন চারবার। আফগান বোলিংকে চাপে ফেলানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল। আর প্রতি আক্রমণে এলোমেলো আফগান বোলাররা বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে দিয়েছে অতিরিক্ত রান।

তাতে বাংলাদেশের পাওয়ার প্লে'তেই ৬০ রান তুলে ফেলে। কিন্তু যার সৌজন্যে বাংলাদেশের এই ভালো শুরু, সেই নাঈমকে পাওয়ার প্লে'র শেষ বলে হারায় বাংলাদেশ। মুজিবের রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে আসা অবিশ্বাস্য ডেলিভারিটি সামনে পা বাড়িয়ে খেলার চেষ্টা করেও ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি নাঈম। ৩২ বল খেলে ৫টি চারে সাজানো নাঈমের ২৮ রানের ইনিংসটি থামে তখনই।

আফগান স্পিনের কথা মাথায় রেখে গত ম্যাচে তিনে নেমে ৮৯ রান করা বাঁহাতি নাজমুল হাসানের জায়গায় নামানো হয় ডানহাতি তাওহিদ হৃদয়কে। অবশ্য আজ বেশি কিছু করতে পারেননি। পাওয়ার প্লে'র পরের ওভারেই গুলবদিন নাইবের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দেন। ২ বল খেলে কোনো রান না করেই ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয় হৃদয়কে। তবে বাংলাদেশ দলের একজন ডানহাতিকে ক্রিজে রাখার যে পরিকল্পনা, সেটি বাঁচিয়ে রাখেন মিরাজ। পাওয়ার প্লে'র সতর্ক ব্যাটিংটা চালিয়ে যান মাঝের ওভারেও। সঙ্গে ছিলেন দারুণ ছন্দে থাকা নাজমুল। আগের ম্যাচে ক্যান্ডির কঠিন উইকেটে যিনি ৮৯ রান করেছেন, তাঁর তো লাহোরের ব্যাটিং স্বর্গ উপভোগ করার কথা। তা তিনি করেছেনও। ফ্লিক আর ড্রাইভে ইনিংসের শুরুতেই বাউন্ডারি খুঁজে নেওয়া নাজমুল ৫৭ বলে পেয়ে যান ফিফটি।

মিরাজ আরেকটু বেশি সময় নিয়েছেন। তিনি ৬৫ বল খেলে ফিফটি করেছেন। তবে দুজনের মধ্যে মিরাজই প্রথমে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেছেন। ইনিংসের ৪১তম ওভারে গুলবদিনের বল লেগের দিকে ঠেলে পৌঁছে যান ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিতে। ওপেনিংয়ে নেমে প্রথম সেঞ্চুরির উদ্যাপনটা অবশ্য মন মতো করতে পারেননি। পানি শূন্যতায় পেশির টানের কারণে মিরাজের লাফিয়ে ওঠা উদ্যাপন দেখা যায়নি। ড্রেসিংরুমের দিয়ে ব্যাট উঁচিয়েই উদ্যাপন শেষ করেন মিরাজ। সেই পেশির টান মিরাজের ইনিংসেরও ইতি টানেন। ১১৯ বলে ৭টি চার ও ৩টি ছক্কায় ১১২ রান করে আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়েন মিরাজ।

তাতে অবশ্য বাংলাদেশ দলের রানের গতি কমেনি। ৪৩তম ওভারে নাজমুল ১০১ বলে তাঁর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি স্পর্শ করেন। ৯টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাতে। রান আউট হওয়ায় সেঞ্চুরির পর তাঁর ইনিংস অবশ্য দীর্ঘ হয়নি। ৪৫তম ওভারে ১০৫ বলে ১০৪ রানে থামে নাজমুলের ইনিংস। তৃতীয় উইকেট জুটিতে এই দুজন যোগ করেন ১৯৪ রান। এশিয়া কাপে যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের জুটি। ওয়ানডেতে তৃতীয় উইকেট জুটিতে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি। বাংলাদেশের রানটাকে তিন শ'র ওপারে নিতে সাহায্য করেন দুই অভিজ্ঞ সাকিব ও মুশফিক। সাকিব অপরাজিত ৩২ রান যোগ করেন মাত্র ১৮ বলে। ১৫ বল খেলে ২৫ রান আসে মুশফিকের ব্যাট থেকে।

ভারতপাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় খেপে যা বললেন নাজাম শেঠি

ক্যান্ডিঃ রাজনৈতিক বৈরিতায় এক দশকের বেশি সময় ধরে বন্ধ ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের একটা ম্যাচ দেখতে অধীর অপেক্ষায় থাকতে হয়, নির্ভর করতে হয় মহাদেশীয় কিংবা বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ওপর। কালেভদ্রে হওয়া সেই ম্যাচ আবার বৃষ্টির কারণে যদি পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তাহলে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কাল শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপে ম্যাচটা বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর ক্রিকেট অনুরাগীদের নিশ্চয়ই সে রকম অনুভূতি হচ্ছে। অথচ ম্যাচটা শ্রীলঙ্কায় হওয়ারই কথা নয়! কারণ, এবারের এশিয়া কাপের একক আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। এ নিয়ে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দেওয়া শর্ত অনুযায়ী হাইব্রিড মডেল তত্ত্ব মেনে নেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

পিসিবির সে সময়ের চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি হাইব্রিড মডেল মেনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে যৌথভাবে এশিয়া কাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কারণ, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও আরব আমিরাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এখানে ভারতের সঙ্গে বাদ সাধে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আরব আমিরাতে তীব্র গরম পড়ে বলে অন্য কোথাও আয়োজনের দাবি জানায় তারা। বাধ্য হয়ে তাই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে পাকিস্তান।

'বৃষ্টিপ্রবণ' শ্রীলঙ্কায় এরই মধ্যে এশিয়া কাপের সবচেয়ে বড় ম্যাচ ভেস্তে গেছে। বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা আছে সামনের দিনগুলোতেও। দ্বীপদেশটির এ সময়ের আবহাওয়া ক্রিকেটের জন্য অনুকূল নয় জেনেও সেখানে টুর্নামেন্ট আয়োজন করায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ওপর বেজায় চটেছেন নাজাম শেঠি। সেই সঙ্গে খেলা নিয়ে রাজনীতিকে ক্ষমার অযোগ্যও বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সাবেক পিসিবি চেয়ারম্যান লিখেছেন, 'কতটা হতাশাজনক! বৃষ্টির কারণে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ভেস্তে গেল। কিন্তু এটার পূর্বাভাস ছিল। পিসিবি চেয়ারম্যান থাকতে আমি এসিসিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দুর্বল অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছিল। তারা বলেছিল, দুবাইয়ে খুব গরম। কিন্তু ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শেষবার যখন এশিয়া কাপ খেলা হয়েছিল বা এপ্রিল ২০১৪ এবং ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন সেখানে আইপিএল খেলা হয়েছিল, তখনো তো সেখানে ততটাই গরম ছিল। খেলার মধ্যে রাজনীতি। এটা ক্ষমার অযোগ্য!' গত জুনে মেয়াদ শেষ হলে পিসিবি চেয়ারম্যানের পদ ছাড়েন নাজাম শেঠি। পরবর্তী চেয়ারম্যান হতে নিজেই অনাগ্রহের কথা প্রকাশ্যে জানান। জুলাইয়ে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন জাকা আশরাফ।

মেসিকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবতেই পারছেন না মার্তিনো

মায়ামি ঃ লিওনেল মেসি এবং ইন্টার মায়ামি এখন যেন সমার্থক। মেসির হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নতুন এক যুগের সূচনা করেছে ইন্টার মায়ামি। মেসি আসার পর এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচ খেলে কোনোটিতে হারেনি দলটি। এর মধ্যে মেসির হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপাও জিতেছে মায়ামি। পাশাপাশি নিশ্চিত করেছে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালও। এখন মেসির সামনে চ্যালেঞ্জ মায়ামিকে এমএলএসের তলানি থেকে টেনে তুলে প্লে-অফে পৌঁছে দেওয়া। তবে মেসি আসার আগে দলটির পারফরম্যান্স এতটাই হতশ্রী ছিল যে এখন কাজটা বেশ কঠিনই। এর মধ্যে এমএলএসে দুই ম্যাচে খেলে একটি জয় এবং অন্যটিতে ড্র করেছে মায়ামি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ড্রও মায়ামির জন্য হারের সমান। আর তাই মেসিকে কোনোভাবেই মাঠের বাইরে রাখতে চান না ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো টাটা মার্তিনো।

বিশেষ করে আগামীকাল লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে ম্যাচে মেসিকে বাইরে রাখার কথা ভাবতেই পারছেন না এই আর্জেন্টাইন কোচ। লস অ্যাঞ্জেলেস এমএলএসের সবচেয়ে শক্তিশালী দলগুলোর অন্যতম। লিগে তারা বর্তমান চ্যাম্পিয়নও বটে। কঠিন এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে মেসিকে সঙ্গে নিয়েই দারুণ কিছু করে দেখাতে চান মার্তিনো।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবছেন কি না, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেছেন, 'সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়ার বিষয়টি আমি ভাবতেই পারছি না। এর আগে যে ম্যাচে গিয়ে আমাদের থামতে হয়েছিল, সেটি ছিল রেড বুলসের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে সে ৩০ মিনিটে খেলেছিল। এখন আগামীকালের ম্যাচে সে খেলতে নামবে।' লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে কঠিন লড়াই হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে মার্তিনো বলেছেন, 'আমার মতে, এই লিগের অন্যতম সেরা দল হচ্ছে এলএএফসি। শেষবারও এই লিগে তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাদের দলীয় কাঠামোর মধ্যে কার্লোস (ভেলা) বেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড়। ডেনিস বোয়াঙ্গাও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ইলিয়েও একই রকম। তারা এমন দল যেখানে প্রত্যেকেই একে অপরকে সহায়তা করে। আমাদের জন্য ম্যাচটি বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে খেললেও মেসিকে পরের ম্যাচে পাবে না ইন্টার মায়ামি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনায় চলে যাবেন বিশ্বজয়ী এই তারকা। ৮ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডর এবং ১৩ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। এই দুই ম্যাচ শেষ করে আবার মায়ামির সঙ্গে যোগ দেবেন মেসি।

আল ফায়েদের প্রয়াণ : মিশরের রাস্তায় ফেরিওয়ালা থেকে লন্ডনের হ্যারডসের মালিক

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ মিশরীয় ধনকুবের মোহামেদ আল ফায়েদ ‑ ব্রিটেনের স্থায়ী বাসিন্দা না হয়েও যিনি বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানকে বেকায়দায় ফেলতে ভয় পাননি ‑ ৯৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। লন্ডনের কাছে সারে এলাকায় তার প্রাসাদসম বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে শুক্রবার তার মৃত্যু হয়।

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের রাস্তার ফেরিওয়ালা হিসাবে জীবিকা শুরু করে যেভাবে তিনি কালে কালে তিনি বিশ্বের অন্যতম অভিজাত দোকান লন্ডনের হ্যারডস বা প্যারিসের ঐতিহ্যবাহী রিৎজ হোটেলের মালিক হয়েছিলেন তা রূপকথার কাহিনীর মতো।

বিদেশী হয়েও ব্রিটিশ ক্ষমতাসীনদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিকে কখনও ভয় পাননি আল ফায়েদ।

তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং জটিল কৌশল ব্রিটিশ ক্ষমতাসীনদের একাধিকবার সমূলে নাড়া দিয়েছে। তার সাথে অনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে কনজারভেটিভ পার্টির তিনজন রাজনীতিকের রাজনৈতিক জীবনের ইতি ঘটেছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবারকেও চ্যালেঞ্জ করতে পেছপা হননি আল ফায়েদ।

প্যারিসে সড়ক দুর্ঘটনায় ছেলের দোদি এবং প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর ঘটনাকে আল ফায়েদ সবসময় হত্যাকাণ্ড হিসাবে দাবি করে গেছেন।

এজন্য তিনি খোলাখুলি প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী যুবরাজ ফিলিপস্ এবং এবং ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এমআইসিক্সকে দায়ী করেছিলেন। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তদন্তে অবশ্য ঐ সন্দেহের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

মোহামেদ ফায়েদের জন্ম ১৯২৯ সালে মিশরের বন্দর শহর আলেকজান্দ্রিয়ার খুব সাধারণ একটি পরিবারে।

রাস্তায় কোমল পানীয় ফেরি করা দিয়ে তার ব্যবসা জীবনের শুরু। কিন্তু ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি তার কপাল খুলে যায় ‑ যখন তিনি প্রখ্যাত সৌদি অস্ত্র ব্যবসায়ী আদনান খাসোগজির বোনকে বিয়ে করেন।

মি. খাসোগজি তার বোনের স্বামীকে তার ব্যবসায় চাকরি দেন ‑ যার ফলে মোহামেদ ফায়েদ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশ ছাড়াও লন্ডনের প্রভাবশালী মহলে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যান।

ষাটের দশকের শুরুতেই এই মিশরীয় প্রচুর ধনসম্পদের মালিক বনে যান। আরব শেখদের থেকে শুরু করে হেইতির কুখ্যাত স্বৈরাচারী শাসক দুভালিয়ারের মত লোকজনের সাথে নিয়মিত ওঠাবসা ছিল তার।

সেসময় তিনি মিশরে একটি কোম্পানি খুলে জাহাজ পরিবহনের ব্যবসা শুরু করেন। পরে বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের ব্রুনেই এর সুলতানের আর্থিক উপদেষ্টা হন।

১৯৭৪ সালে বসবাসের জন্য ব্রিটেনে এসে নিজের নামের সাথে আল শব্দটি যুক্ত করেন তিনি। এ নিয়ে ব্রিটেনের ব্যঙ্গ পত্রিকা প্রাইভেট আই সেসময় তাকে ‘নকল ফারাও’ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

পাঁচ বছর পর ১৯৭৯ সালে ফায়েদ এবং তার ভাই আলি যৌথভাবে প্যারিসের ঐতিহ্যবাহী এবং অভিজাত হোটেল রিৎজ কিনে নেন।

তার ছয় বছর পর, অন্যান্য প্রতিযোগীদের টেক্কা দিয়ে তিনি লন্ডনে বিশ্বের অন্যতম অভিজাত দোকান হ্যারডস কিনে নেন।

হ্যারডস কেনা নিয়ে ব্রিটেনের শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লোনরোর মালিক টাইনি রোল্যান্ডের সাথে আল ফায়েদের বিরোধবচসা শুরু হয়। ১৯৯০ সালে ব্রিটেনের বাণিজ্য দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়, আলফায়েদ তার অতীত এবং সম্পদ নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন।

ফায়েদ এবং রোল্যান্ড ১৯৯৩ সালে তাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন, কিন্তু মিথ্যা তথ্য দেওয়ার যুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্তে চরম ক্ষেপে গিয়েছিলেন আল ফায়েদ। নাগরিকত্ব না দেওয়ার ঐ সিদ্ধান্তকে তিনি অমর্যাদা হিসাবে বিবেচনা করেন।

সেসময় ক্রুদ্ধ আল ফায়েদ বলেছিলেন, কেন তারা আমাকে পাসপোর্ট দেবেনা? আমি হ্যারডসের মালিক। এদেশের হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করেছি।

এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আল ফায়েদ যে সেসময় তিনি সাংবাদিকদের সামনে ফাঁস করে দেন যে কনজারভেটিভ পার্টির তৎকালীন দুজন মন্ত্রীকে ‑ নিল হ্যামিল্টন এবং টিম স্মিথ ‑ তার প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন।

ঐ দুই মন্ত্রীকে সরকার থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। হ্যামিল্টন আল ফায়েদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেও তাতে জিততে পারেননি।

আরেক কেবিনেট মন্ত্রী জনাথন এইটকেনকেও পদত্যাগ করতে হয় যখন আল ফায়েদ জানান যে ঐ মন্ত্রী প্যারিসে তার রিৎজ হোটেলে বিনা পয়সায় থেকেছিলেন যে সময়ে ঐ হোটেলে কয়েকজন সৌদি অস্ত্র ব্যবসায়ী অবস্থান করছিলেন।

ঐ অভিযোগ সম্পর্কে আদালতে মিথ্যা বলার দায়ে মন্ত্রী এইটকেনকে জেল খাটতে হয়েছিল। এসব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে আলফায়েদ সেসময় কনজারভেটিভ পার্টিকে চরম বিপদে পেলে দিয়েছিলেন।

হ্যারডসের মালিকানা ছাড়াও আল ফায়েদ লন্ডনের ফুটবল ক্লাব ফুলহ্যাম কেনেন। এছাড়া, স্কটল্যান্ডে ৫০,০০০ একর জমি কিনে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

ব্রিটিশ রাজপরিবারে সাথেও তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বেশ কবছর তাদের মধ্যে বেশ সুসম্পর্ক ছিল। উইন্ডসর ঘোড়া প্রদর্শনীর মত রাজপরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্পন্সর করতে শুরু করেন তিনি।

একসময় খবর বেরুতে শুরু করে তার ছেলে দোদি ফায়েদ এবং প্রিন্সেস ডায়ানার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব চলছে। কিন্তু রাজপরিবার এবং আলফায়েদের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৯৭ সালে আমূল বদলে যায় যখন দোদি ফায়েদ এবং প্রিন্সেস ডায়ানা প্যারিসে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। গাড়ির চালক ছিল আলফায়েদের একজন কর্মচারী এবং পরে প্রমাণ পাওয়া যায় গাড়ি চালানোর আগে সে প্রচুর মদ পান করেছিল।

কিন্তু আলফায়েদ ঐ দুর্ঘটনার দায় চাপান রাজপরিবারের ওপর।

ঐ দুর্ঘটনার পর কয়েক বছর ধরে দোদি ও ডায়ানার মৃত্যুর জন্য আল ফায়েদ ব্রিটিশ ক্ষমতাসীন মহলকে দায়ী করে গেছেন।

২০০৮ সালে ঐ দুর্ঘটনার তদন্তে সাক্ষ্য দিয়ে গিয়ে আল ফায়েদ বলেন, রানী এলিজাবেথের স্বামী যুবরাজ ফিলিপসের নির্দেশে এবং ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এমআই সিক্সের যোগসাজশে তার ছেলে এবং প্রিন্সেস ডায়ানাকে হত্যা করা হয়েছে।

তবে তার বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে, এবং করোনার বা তদন্তকারী বিচারক তার চূড়ান্ত রিপোর্টে মন্তব্য করেন, মোহামেদ ফায়েদ যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়েছেন তা বিশদভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০১০ সালে ১৫০ কোটি পাউন্ডে কাতার হোল্ডিংসের কাছে হ্যারডস বিক্রি করে দেন আল ফায়েদ। ঐ টাকার অর্ধেকটাই কোম্পানির দেনা শোধ করতে খরচ হয়ে যায়।

ছেলের মৃত্যুতে তিনি বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। ২০১১ সালে আনলফুল কিলিং বা আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরিতে পয়সা যোগান তিনি ‑ যাতে প্যারিসে ঐ দুর্ঘটনা নিয়ে তার সন্দেহের কথাই নতুন করে তুলে আনা হয়।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হলেও আইনি বাধায় সেটি ব্রিটেনে প্রদর্শিত হতে পারেনি।

তাকে নাগরিকত্ব না দেওয়ার জন্য আল ফায়েদ কখনই ব্রিটেন রাষ্ট্রকে ক্ষমা করেননি। কনজারভেটিভ পার্টির রাজনীতিকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া বা দোদি এবং ডায়ানার মৃত্যুর কারণ নিয়ে তার দাবিকে অনেকেই ব্যাখ্যা করেন ব্রিটিশ ক্ষমতাসীনদের প্রতি তার প্রতিশোধ হিসাবে।

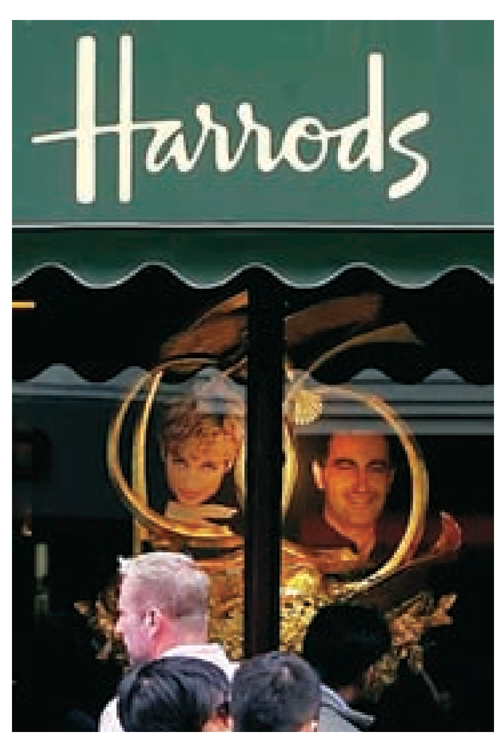

টুকরো খবর

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে কমতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের আকার গত দুই বছর ধরে ক্রমাগত কমছে। বর্তমানে দেশের ব্যবহারযোগ্য বা নেট রিজার্ভের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ২৩.০৬ বিলিয়ন ডলারে। এই মাসেই সেটা ২২ বিলিয়ন ডলারে নেমে যাচ্ছে। দুই বছর আগে ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৪৮.০৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এরপর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের যে ধারাবাহিক পতন শুরু হয়, তা আর কোনভাবেই ঠেকানো যায়নি। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার যে মজুদ রয়েছে, তাতে কতদিনের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারবে বাংলাদেশ? রিজার্ভ আরও কমলে কী ধরনের সমস্যার তৈরি হতে পারে? আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত মেনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পদ্ধতি ‑ উভয় হিসাবে রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যদিও নেট রিজার্ভের যে তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক জানাচ্ছে, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে অর্থনীতিবিদদের। বাংলাদেশে ব্যাংকের ৩১ অগাস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমানে নেট রিজার্ভের পরিমাণ ২৩.৬ বিলিয়ন ডলার। যদিও বিনিয়োগ তহবিল ও ঋণ হিসাবে তহবিল মিলিয়ে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ২৯.২০ বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, যেভাবে প্রতিমাসেই বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমছে, তাতে বড় ধরনের সংকটের দিকে এগোচ্ছে দেশের অর্থনীতি এবং সেটি থেকে উত্তরণের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। গত এক বছরের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আমদানিরপ্তানির ব্যয় মেটানোর পর প্রতিমাসেই প্রায় একশো কোটি ডলার করে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। রিজার্ভের এই পতন ঠেকানোর জন্য নানারকম উদ্যোগ নেয়া হলেও তা বাস্তবে খুব বেশি কাজ আসেনি। এই মাসেই এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের জুলাইঅগাস্ট প্রান্তিকের একশো বিশ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে। ফলে রিজার্ভের আকার কমে আসবে ২২ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। সেন্টার ফর পলিসি ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘পুরো পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক, কারণ যেটা আমরা দেখছি, সেটা একটা আর্টিফিশিয়াল হিসাব বলে মনে করার কারণ রয়েছে। শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা দেড়শো মিলিয়ন ডলার পেয়েছি, সেটা এখানে যোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে ইডিএফের (রপ্তানি উন্নয়নের তহবিল) থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার যোগ হয়েছে। তারপরেও রিজার্ভের পরিমাণ কমে ২৩শে নেমে এসেছে। কিন্তু এসব টাকা আসার পরে তো রিজার্ভ বেড়ে যাওয়ার কথা, সেটা বাড়েনি।’ ‘তার মানে হচ্ছে, রিজার্ভ কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে কমছে। এখনো অনেক রেফার্ড পেমেন্ট (যেসব পেমেন্ট পিছিয়ে দেয়া হয়েছে) আছে। এই অবস্থা আরও খারাপ হতে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা,’’ তিনি বলছেন।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপ এর মধ্যেই রিজার্ভ কমার হার কমে এসেছে এবং পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, ‘আমাদের প্রতি মাসে গড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের মতো আমদানি ব্যয় হয়। সেই হিসাব করলে আমাদের হাতে এখন যে রিজার্ভ আছে, সেটা দিয়ে সাড়ে চার মাসের বেশি সময় চলবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একদিকে যেমন আমদানি ব্যয় হচ্ছে, সেই সঙ্গে কিন্তু রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক ঋণের অর্থও আসছে।’ বাংলাদেশ কর্মকর্তাদের হিসাবে, এই পার্থক্যের পর প্রতিমাসে গড়ে এক বিলিয়ন ডলারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমছে। এই বিবেচনায় বড় কোন ঘাটতির সম্ভাবনা তৈরি হতেও দুই বছরের বেশি সময় লাগবে বলে তারা মনে করেন। এর মধ্যেই বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের উন্নতি ঘটবে বলে তারা আশা করছেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের চাপে যদিও সরকার বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়, মুদ্রানীতিতে পরিবর্তন করা, সুদ ও আমানতের হারে শিথিল করার মতো কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, যতটা কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল, তা এখনো নেয়া হয়নি। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, জাতীয় নির্বাচনের সামনে অর্থনীতিতে বড় ধরনের বা শক্ত কোন ব্যবস্থা নিতে চাইবে না সরকার। ফলে আগামী কয়েকমাসে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নির্বাচনের পর যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তারা পরিস্থিতি সামলাতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তার ওপরেও রিজার্ভের বিষয়টি নির্ভর করবে। ‘নির্বাচনের পরে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, অর্থনীতির অবস্থা ঠিক করতে হলে, তাদের খুব শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে,’’ বলছেন আহসান এইচ মনসুর। তিনি ধারণা করেন, রিজার্ভ কমলেও সেটা হয়তো দশের নীচে নামাতে দেবে না সরকার। হয়তো অনেক পেমেন্ট আটকে রাখা হবে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মতো সংস্থাগুলো থেকে অর্থ পাওয়ার চেষ্টা করবে সরকার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত অনুযায়ী, রিজার্ভের পরিমাণ ২৪ বিলিয়ন ডলারের ওপরে থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, নেট রিজার্ভের কথা বেশি বলা হলেও বাংলাদেশের মোট রিজার্ভের পরিমাণ আসলে ২৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা দিয়ে পাঁচ মাসের বেশি আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘‘উদ্বেগটা অনেক বেশি এই কারণে যে, আমদানির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে কমিয়ে আনার পরেও রিজার্ভের কমার প্রবণতা ঠেকানো যায়নি। ডলারের খরচ কমানোর পরেও সেটা স্থিতিশীল হচ্ছে না।’ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রিজার্ভ নিয়ে নিজেদের কাছে থাকা সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছে বাংলাদেশ। এখন সমাধান করতে হলে কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ আরও বাড়ানো যায়, সেই পথ খুঁজে বের করতে হবে সরকারকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলছেন, ‘‘নিয়ম হলো, রিজার্ভের ক্ষেত্রে অন্তত তিনমাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। সেটা আমাদের আছে। রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী আয়ও নিয়মিত আসছে। বড় বড় পেমেন্ট হয়ে গেছে, ফলে আগের মতো এখন কিন্তু রিজার্ভ অতো কমছে না।’ ‘কিন্তু এটা ঠিক, রিজার্ভকে পজিটিভ দিকে টার্ন নেয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য যতটুকু করার ছিল, সেটা আমরা মোটামুটি করেছি। এখন বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে হবে। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের সুদহার, ইউরোপের সুদহার, তাদের মূল্যস্ফীতি, যুদ্ধ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে, কারণ তাদের নীতি আমাদের এখানে বিনিয়োগ আসা না আসার ওপর অনেকাংশে প্রভাব ফেলে,’’ বলছেন মি. হক। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান মাধ্যম রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স। কিন্তু গত দুই বছর ধরে এই দুই খাতেই আয় কমেছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আদায় কমে গেছে। আমদানির ওপর কড়াকড়ি করার পরেও এখনো রপ্তানির তুলনায় আমদানির পেছনে বেশি ব্যয় হয়ে থাকে। ড. জাহিদ হোসেন বলছেন, ‘ট্রেড ক্রেডিট বা বিদেশে যে মূল্যের পণ্য বা সেবা রপ্তানি করা হয়, তার চেয়ে কিছু কম আসছে। এভাবে গত এক বছরে এভাবে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার কম এসেছে। ফলে সার্বিক ব্যালেন্স অব পেমেন্ট বেড়েছে।’ ব্যাংকের বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় স্বল্প মেয়াদি ঋণ নিয়ে থাকেন, যা শোধ করতে হয়েছে। সাধারণত এখানে আবার নতুন ঋণ এসে থাকে, কিন্তু এই বছরে তেমনটা আসছে না। কারণ ব্যাংকিং সিস্টেমের ওপর আস্থা কমে যাওয়ায়, সময় মতো পরিশোধ করতে না পারায় বৈদেশিক সংস্থাগুলোর আস্থা কমে গেছে। ফলে তারা নতুন করে ঋণ দিতে চাইছে না। এছাড়া মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদে যেসব ঋণ নেয়া হয়ে থাকে, সেখানে নতুন করে ঋণ আসা কমে গেছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়ে গেছে। অনেক ব্যাংক বিদেশের শাখা থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু গত এক বছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা আসার পরিমাণ কমে গেছে। রপ্তানির জন্য রেট বেঁধে দেয়ায় অনেক ব্যাংকও বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারছে না। অর্থাৎ ডলারের যোগান বা সরবরাহ বাড়ছে না, কিন্তু খরচ অব্যাহত রয়েছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভে থাকা ডলার সরবরাহ করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের হাতে থাকা রিজার্ভ প্রতিমাসেই কমছে। এই সমস্যা সামলাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ। একাধিক বিনিময় হার নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বেধে দেয়া, সুদ ও আমানতের হারে পরিবর্তন আনার মতো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। ‘ফলে যোগান বাড়াতে না পেরে আইএমএফ থেকে কিছু নিয়ে, পেমেন্ট পিছিয়ে দিয়ে একটা জোড়াতালি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি, কিন্তু তাতে শেষপর্যন্ত কোন ফলাফল দাঁড়াচ্ছে না,’’ বলছেন ড. জাহিদ হোসেন। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে গেছে। এমনকি যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ওয়েজআর্নার্স বন্ডে বিনিয়োগ করতেন, অনেকে ভেঙ্গে ফেলছেন। ডলারের বিনিময় রেট বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক স্বল্পমেয়াদী ঋণ আগেই পরিশোধ করে দেয়া হচ্ছে। এসব কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে নেতিবাচক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এখন ডলারের বিনিময় হার বেসরকারি খাতে দেয়া হলেও সেটাও মূলত নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু চাহিদা আর যোগান সামলাতে হলে মুদ্রাবাজারকে পুরোপুরি বাজার ভিত্তিক করে দিতে হবে। তখন ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসা বাড়বে। পাশাপাশি তারা আমদানি বা রপ্তানি নামে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের ক্ষেত্রেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির ভেঙে পড়াকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তিনি বলছেন, ‘আপনাকে প্রথমেই সমস্যাটাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এটা মানতে হবে, আমরা এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি, তা কাজ করেনি। এটা স্বীকার করতে হবে, না হলে তো সংশোধন হবে না।’ এরপরে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে বাজার ভিত্তিক করা, ব্যাংকিং খাতের আস্থাহীনতার সংকট কাটানো, সুদের হার শিথিল করে দেয়ার মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। ‘কী করতে হবে, সেটা সবার জানা আছে। কিন্তু ভুল স্বীকার করে সেই অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা মুশকিল। যা রিজার্ভ আছে, সেটা শেষ হয়ে গেলে আমরা কী করবো? আমি বলবো, দেয়াল পিঠে ঠেকে যাওয়ার আগেই, শ্রীলঙ্কার মতো লোকজন রাস্তায় নামার আগেই সংশোধনগুলো করে ফেলা সবার জন্য মঙ্গলজনক,’’ ‑ বলছেন মি. হোসেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:09:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

পিপিপিতে বড় প্রকল্প কতটা যৌক্তিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে চার বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে ‐ এমন পরিকল্পনা নিয়ে ২০০৯ সালে পিপিপি'র অধীনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু হলেও এক যুগেরও বেশি সময় পর তার একাংশ উদ্বোধনের পর একটি বড় প্রশ্ন উঠছে যে ‐ পিপিপি'র প্রকল্প বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটা যৌক্তিক। বিশ্লেষকরা বলছেন পিপিপি বা 'পাবলিকপ্রাইভেট পার্টনারশিপ' আইডিয়া হিসেবে ভালো ‐ কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা বা প্রেক্ষাপটে এটিকে সফল করে তোলা কঠিন। কারণ এখানে চুক্তি করার অনেক সময় খুঁটিনাটি এমন অনেক শর্ত রাখা হয় যা পরবর্তীতে দেশের জন্য ক্ষতিকর

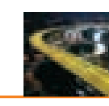

হয়ে ওঠে। আবার সঠিক প্রজেক্ট ও বিনিয়োগকারী বাছাই করা এবং তাদের সাথে যথাযথ দরকষাকষি করে দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত রেখে চুক্তি করে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা কিংবা ব্যবস্থাপনার দক্ষতার সংকট তীব্র হওয়ায় অনেক পিপিপি'র অধীনে নেয়া অনেক প্রকল্প নিয়েই বড় প্রশ্ন আছে। পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলছেন, ২০১১১২ সালের দিকে পিপিপি নিয়ে আশার সঞ্চার হয়েছিলো ‐ কিন্তু পরবর্তীতে এ নিয়ে হতাশ হতে হয়েছে।

বিজেপি কেন পুরো ভারতে একসঙ্গে ভোট করতে চায়?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের লোকসভা নির্বাচন আর সবকটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে করানো অনেকদিন আগে থেকেই বিজেপির লক্ষ্য, তবে এবারই প্রথম সে উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে কোনও পদক্ষেপ নিলো তারা।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' নীতি বাস্তবায়ন করা যাবে কী না, তা খতিয়ে দেখবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এখন তো শুধু কমিটিই তৈরি হয়েছে। তারা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে, তা নিয়ে বিচার বিবেচনা, বিতর্ক হবে সংসদে।

ভারতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তো একসঙ্গেই লোকসভা আর বিধানসভাগুলির নির্বাচন হত। এটা নিয়ে আলোচনা তো হতেই পারে, বলেছেন মি. যোশী।

মোদী চান একসঙ্গে ভোট করাতে বিগত বেশ কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও লোকসভা আর বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে করার কথা বলছেন। মি. মোদী যে বছর প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারেও বিজেপি লিখেছিল যে তারা সারা দেশে একসঙ্গে ভোট করাতে চায়।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি তৈরি করে দিয়ে সরকার এটা বোঝাতে চাইছে যে এখন বিষয়টা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শুধু যে প্রধানমন্ত্রী কয়েক বার বিষয়টা উত্থাপন করেছেন, তা নয়। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে মি. কোভিন্দও মি. মোদীর ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন।

ইতিহাস বলছে লোকসভার ক্ষেত্রে সাতবার মেয়াদের আগে সরকার পড়ে গেছে বলে ভোট করতে হয়েছে। সব রাজ্য বিধানসভাগুলির হিসাব মেলালে দেখা যাবে ‐ একশোরও বেশি বার রাজ্য সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট পাঁচ বছর অন্তর হয়ে থাকে। যদি কোনও রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরের আগেই ভোট হয়।

আবার সরকার পড়ে গেলে ভোট না করেও নতুন সরকার গঠন করা যায়, যেমনটা করা হয়েছিল গতবছর মহারাষ্ট্রে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন একজন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার যদি বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে যায়, সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল এমন কাউকে সরকার গড়ার জন্য ডাকতে পারেন ‐ যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমএলএর সমর্থন রয়েছে বলে তার মনে হবে ।

এই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল, যিনি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এখন যেসব রাজ্যে সরকার চলছে এবং তার পূর্ণ মেয়াদ, অর্থাৎ পাঁচ বছর পর্যন্ত সরকার চালানোর ক্ষেত্রে কোনও আশু বিপদও নেই, তাদেরও ভোট কি সারা দেশে একসঙ্গে ভোট করানোর প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা হবে?

সেই সব বিধানসভা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে? পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি কি সেই প্রস্তাব মেনে নেবে?

সিনিয়র সাংবাদিক প্রদীপ সিং বলছেন, এ নিয়ে দুটো প্রস্তাব আগে থেকেই এসেছে। একটা হতে পারে যে লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে আর পরে যেসব রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন নির্ধারিত হয়ে আছে, সেই সবগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে লোকসভা ভোটের সঙ্গে করানো হল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হল বিজেপি আর সহযোগী দলগুলির সরকার যেসব রাজ্যে আছে, তারা নিজেরাই বিধানসভা ভেঙ্গে দিল আর বাকি রাজ্যগুলোতে সরকার বরখাস্ত করে দেওয়া হল, বলছিলেন মি. সিং।

নির্বাচন কমিশন আগে একাধিকবার বলেছে যে সারা দেশে একসঙ্গে ভোট করানোর মতো লজিস্টিকাল বন্দোবস্ত তাদের রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন সেখানেও থেকে যায়, এত বড় দেশে একসঙ্গে ভোট করাতে গেলে সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে এবং অন্যান্য এলাকাতেও যত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, সেটা কি সম্ভব হবে?

সারা দেশে একই সঙ্গে লোকসভা আর রাজ্য বিধানসভাগুলির ভোট করানো নিয়ে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বিজেপির মতপার্থক্য আছেই।

বিজেপির যুক্তি, একসঙ্গে সারা দেশে ভোট করালে নির্বাচনের বিপুল খরচ অনেকটা বাঁচবে। সেই অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থে দলগুলি নির্বাচনী প্রচার করতে পারবে, তাতে কমে যাবে রাজনৈতিক দুর্নীতি।

এছাড়াও এককে রাজ্যে এককে সময়ে ভোট হওয়ার ফলে আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ হয়ে যায়, যার ফলে সরকারি প্রকল্প রূপায়ন বন্ধ থাকে,এই যুক্তিও দিচ্ছেন দলের নেতারা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজেপি নেতা বিমল শঙ্কর নন্দ বলছিলেন, আমাদের মতো দেশে যেখানে সম্পদ খুব বেশি নেই, সেখানে সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করতে হবে। দেশের একটা বিরাট খরচ হয়ে যায় এই নির্বাচনগুলো করতে গিয়ে। তারওপরে যদি উপনির্বাচন হয় বা মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়, বিধানসভা বা লোকসভা উভয়েরই ক্ষেত্রে, তাতে বিপুল একটা খরচ হয়।

এরপরে ভোট এলেই আদর্শ আচরণ বিধি চালু হয়ে যায়, উন্নয়নের কাজ আটকিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ভারতের মতো একটা দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়। এটা ভারতবর্ষের সামর্থ্যের বাইরে বলছিলেন মি. নন্দ।

এই যুক্তির পাল্টা প্রশ্ন করছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

তার কথায়, ধরে নেওয়া যাক ২৮টা রাজ্য বিধানসভা আর লোকসভার নির্বাচন একসঙ্গে করানো হল। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মে সেই সরকারগুলো চলবে যতদিন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, ততদিন। কিন্তু তার আগে যদি কোনও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়, সেক্ষেত্রে কী হবে? পাঁচ বছরের বাকি সময়টায় কি সেখানে কোনও নির্বাচিত সরকার থাকবে না?

তিনি বলছেন, এক রাষ্ট্র এক নির্বাচন নীতি ভারতের সংসদীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সম্ভব না। এটা অবাস্তব।

কিন্তু বিজেপি নেতা অধ্যাপক নন্দ বলছিলেন, এরকম পরিস্থিতি হলে এমন নিয়ম করতে হবে, জার্মানির মতো, যেখানে বিকল্প সরকার না গড়তে পারলে চলতি সরকার ফেলে দেওয়া যায় না।

নির্বাচন কমিশন এবং আইন কমিশনও একই সঙ্গে সারা দেশে ভোট করানোর পক্ষে থেকেছে, তবে এর জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে, একাধিক আইন, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, যার দ্বারা ভারতে ভোট নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটারও বদল আনতে হবে।

এর ওপরে দেশের অর্ধেক রাজ্যের আইনসভায়, অর্থাৎ ১৪টি রাজ্য বিধানসভাতেও একই সঙ্গে ভোট করানোর প্রস্তাব পাশ করিয়ে আনতে হবে।

তবে ১৪টি রাজ্য বিধানসভা থেকে এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়ে আসতে খুব একটা সমস্যা হবে না বিজেপির, কারণ তাদের নিজেদের অথবা সহযোগী দলগুলিরই সরকার আছে ১২টি রাজ্যে। এর বাইরে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশও নানা সময়ে বিজেপির দিকেই সমর্থন দিয়ে এসেছে এবং ওই দুটি রাজ্যের ভোট সাধারণত লোকসভা ভোটের সঙ্গেই হয়ে থাকে। এছাড়া আরও দুই-তিনটি রাজ্য এই প্রশ্নে বিজেপিকে সমর্থন দিয়ে দিতে পারে। এরপরে সংবিধান সংশোধন বিল যখন সংসদে যাবে, নিম্নকক্ষ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিজেপি সহজেই বিলটি পাশ করাতে পারবে। তবে রাজ্যসভায় যদি কংগ্রেস বিলের সমর্থনে না দাঁড়ায়, তাহলে বিল পাশ করানো কঠিন হবে।

যুদ্ধে ইউক্রেনের 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' হয়েছে ‐ বলছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলছে, দক্ষিণ ইউক্রেনে রাশিয়ার গড়ে তোলা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাচ্ছে কিয়েভের বাহিনী ‐ তাতে তারা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

হোয়াইট হাউজের নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, জাপোরিশার দক্ষিণে গত ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধে এসব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা সিএনএনকে বলেছেন, কিয়েভের বাহিনী সামনে এগুচ্ছে কিন্তু এর জন্য কঠিন লড়াই করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে রাশিয়া দাবি করছে যে তারা উত্তরপূর্ব ইউক্রেনের কুপিয়ানস্ক শহরের কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি মালভূমি দখল করেছে। তবে এসব দাবির কোনটিই নিরপেক্ষ সূত্র থেকে যাচাই করা যায়নি।

মি. কারবি বলেন, কিয়েভ নিজেই স্বীকার করেছে যে দক্ষিণ দিকে তারা যে অভিযান চালাচ্ছে তা তাদের প্রত্যাশার চাইতে ধীরগতিতে এগুচ্ছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ক্রাইমিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে থাকা স্থলকরিডোরটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

মার্কিন মুখপাত্র বলেন, রাশিয়ার রক্ষণব্যূহের দ্বিতীয় স্তরটির বিরুদ্ধে ইউক্রেন কিছু সাফল্য পেয়েছে।

এর আগের সপ্তাহে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছিল যে তারা জাপোরিশা অঞ্চলের রবোটাইন গ্রামটি পুনর্দখল করেছে।

অন্যদিকে উত্তরপূর্বে খারকিভের পূর্ব দিকে ইউক্রেন যেসব এলাকা মুক্ত করেছিল ‐ সেগুলো আবার দখল করার জন্য রাশিয়া সৈন্য সমাবেশ করছে। এছাড়া ইউক্রেনের দক্ষিণে রাশিয়া বহুসংখ্যক সুড়ঙ্গ ও পরিখার এক জাল তৈরি করেছে এবং সংলগ্ন এলাকায় মাইন পেতে সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছে। এ ছাড়াও সেখানে কামান বসানো হয়েছে এবং কংক্রিটের ট্যাংকপ্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ‐ যার নাম দেয়া হয়েছে ড্রাগনের দাঁত।

ইউক্রেন তার পশ্চিমা মিত্র দেশগুলো থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া এবং সেনা ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলার পর রুশ বাহিনী বিরুদ্ধে এক পাল্টা অভিযান শুরু করেছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই ধীর গতিতে হচ্ছে এবং কিয়েভ এখন নেটো দেশগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন তাদের ট্যাংক, মাইন পরিষ্কারের যন্ত্রপাতি এবং এফসিক্সটিনের মত যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করা হয়।

ইউক্রেনের এই পাল্টা অভিযানের ধীরগতি নিয়ে যারা সমালোচনা করছেন বৃহস্পতিবার তাদের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা।

স্পেনে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভায় তিনি বলেন, আমি এই সমালোচকদের বলবো ‐ মুখ বন্ধ রাখুন এবং ইউক্রেনে এসে নিজেরা এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকা মুক্ত করার চেষ্টা করে দেখুন। শুক্রবার রাশিয়ার সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা 'সারমাট' নামে নতুন একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে কমব্যাট ডিউটিতে রেখেছে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছে। দূরপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রে 'মাল্টিপল ওয়ারহেড' বা একাধিক বিস্ফোরক বোমা সংযুক্ত থাকে। এই নিয়োগের বিষয়টি স্বাধীন সূত্র থেকে নিশ্চিত করা যায়নি।

এ ছাড়া শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি অনুষ্ঠানে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিজয় প্রমাণ করে যে এই জাতি অপরাজেয়।

ফেনী নদীতে বড় বড় ইলিশ মাছ ধরা পড়ছে যেসব কারণে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ইলিশের জন্য চাঁদপুর কিংবা দক্ষিণের কিছু জেলা সবসময় আলোচনায় আসলেও এবার ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী নদীতে প্রচুর ইলিশ পাচ্ছেন জেলেরা এবং এসব ইলিশ আকারেও তুলনামূলক অনেক বড়। মৎস্য গবেষকরা বলছেন, ইলিশ মাছ সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষের নানা উদ্যোগ আর ফেনী নদীর পরিবেশ বড় আকারের ইলিশকে সেখানে নিয়ে আসছে। স্থানীয় বাজারে প্রায়ই বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে তিন কেজি ওজনের ইলিশ মাছ। জেলেরা বলছেন, ২০ থেকে ২৫ বছর আগে ফেনী নদীতে ইলিশ নিয়মিত মিললেও মাঝে দীর্ঘসময় খুব একটা পাওয়া যেতো না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আবার ইলিশ পাচ্ছেন তারা। ফেনীর সাথে মেঘনার যোগসূত্র আছে। আবার এখন ইলিশের বিচরণও অনেক বেড়েছে। সামনে ইলিশ আরও পাওয়া যাবে কারণ সাগর থেকে ইলিশ এখন উজানের দিকে আসার সময় হচ্ছে ডিম পাড়ার জন্য, মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলছিলেন। স্থানীয় জেলে প্রিয় লাল জলদাস ফেনী নদী থেকে শুরু করে সন্দ্বীপের সাগর মোহনা এলাকায় মাছ ধরেন তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে। তিনি বলছেন, অনেক আগে ছোট ও বড় ফেনী নদীতে ইলিশ পাওয়া যেতো নিয়মিত। মাঝে পরিমাণে কমে গিয়েছিল, তবে এখন আবার বেড়েছে। এখন বড় বড় ইলিশ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সব মিলিয়ে নদীতে মাছ কমেছে নানা সমস্যা কারণে, বলছিলেন তিনি। আর এই ইলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বড় আকারের মাছ বেশি পাওয়ার কারণ কী? মৎস্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, সাগরে ৬৫দিন মাছ ধরা বন্ধের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কারণে এমনিতেই ইলিশের পরিমাণ বেড়েছে। পাশাপাশি পূর্ণিমার পর ইলিশের বিচরণ বেড়ে গেছে। আর প্রজনন মৌসুমকে সামনে রেখে ইলিশ এখন উজানের দিকে আসবে। ফলে উজানের জলাশয়ে ইলিশের প্রাপ্যতা বাড়বে। এসব কারণেই ফেনী নদীতেও আগের চেয়ে বেশি ইলিশ মিলছে, বলছিলেন মি. মাহমুদ। তার মতে মেঘনা নদীর সাথে ফেনী নদীর যোগসূত্র থাকায় এমনিতেও এটি ইলিশের একটি পরিভ্রমণ রুট। বাংলাদেশে মাছের প্রজনন, উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ২০শে মে থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত সাগরে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। আবার অক্টোবরেও ইলিশ প্রজনন মৌসুমে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা থাকে। পাশাপাশি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে জাটকা নিধন বন্ধেও কিছু পদক্ষেপ নেয় কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে সাগরে ও নদীতে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের সরকার বিকল্প সহায়তা দিয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলছেন, নদীর যেখানে গভীরতা ভালো ও জলের যেখানে প্রবাহ ভালো ইলিশ সেখানে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। ভারতের ত্রিপুরায় উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফেনী নদী এমনই একটি নদী। এটিও ইলিশকে সেখানে আসতে উৎসাহিত করছে। আর মাছ সংরক্ষণে নেয়া কর্মসূচিও কার্যকর হওয়ায় মাছের পরিমাণ বেড়ে গেছে, বলছিলেন মি. ইসলাম।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবিরোধী বিক্ষোভ, কঙ্গোতে নিহত অন্তত ৪৩

কঙ্গো (এজেন্সী) ঃ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে চলমান একটি বিক্ষোভ সেনাবাহিনী দমন করার চেষ্টার সময় কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমায় অন্তত ৪৩ জন নিহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করছে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কঙ্গোর একজন পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কঙ্গোয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন এবং অন্যান্য বিদেশি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। যদিও ওই ভিডিও যাচাই করে দেখতে পারেনি রয়টার্স।

এরপর কঙ্গোর সেনাবাহিনী জোর করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে সহিংসতা শুরু হয়। বুধবার এই ঘটনা ঘটে।

সরকারি একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে আর অন্তত ৫৬ জন আহত হয়েছে। সহিংসতার ঘটনায় ১৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সেনাবাহিনী।

জেনিভায় একটি সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেছেন, ''পুলিশের একজন কর্মকর্তাসহ ৪৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা আর ৫৬ জন আহত হওয়ার খবরে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।''

তিনি আভাস দেন, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তারা খবর পাচ্ছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাকের ভেতরে মৃতদেহ স্তূপ করে রাখছে সেনা সদস্যরা। পরে কনভয় বা সেনাবাহিনীর গাড়ি বহরের সঙ্গে সেই ট্রাক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের গোমা শাখার প্রধান অ্যানেসিলভি লিন্ডার বলেছেন, বিক্ষোভের ঘটনার পর থেকে তার ক্লিনিকে ছুরিকাঘাত এবং গুলির ক্ষত নিয়ে অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে এসেছে।

মনুসকো নামে পরিচিত কঙ্গোয় নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী একটি বিবৃতিতে তাদের শোক প্রকাশ করেছে। সহিংসতার ঘটনায় তারা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বলেও জানিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'কঙ্গোর কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা আহবান